ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 70 Years ■ Issue-324 ■ 1 September, 2024 ■ আগরতলা ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ১৫ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জেআরবিটি গ্রুপ ডি-র ফল প্রকাশ সহ বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট ।। আগামী ৭ বা ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ২ হাজার ৫০০ গ্রপ-ডি পদের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করবে জেআরবিটি। গতকাল অনুষ্ঠিত মসিভার বৈঠকে এর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আজ সচিবালয়ে প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মসিভার এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। এছাড়াও গতকাল অনুষ্ঠিত মসিভার বৈঠকে বিভিন্ন দপ্তরে লোক নিয়োগ এবং নতুন পদ সৃষ্টি সহ বিভিন্ন সিদ্ধান্তের কথা জানাতে গিয়ে খাদ্যমী শ্রী চৌধুরী জানান, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে ৯১৬টি কনস্টেবলের শূন্যপদ (পুরুষ ও মহিলা) পূরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, ইতিপূর্বে ১,০০০ কনস্টেবল পদের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। শীঘই এর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। এরপর এই নতুন ৯১৬টি কনস্টেবল পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। তিনি আরও জানান, পর্যটন দপ্তরের

অধীনে ৫১টি বিভিন্ন ক্যাটাগরির পদ সৃষ্টি ও পূরণ করার সিদ্ধান্ত

মন্ত্রীসভায়

নেওয়া হয়েছে মসিভার বৈঠকে। পদগুলোর মধ্যে রয়েছে ইঞ্জিনীয়ার, কম্পিউটার অ্যাসিস্টেন্ট, গ্রপ-সি, গ্রপ-ডি ইত্যাদি। তিনি আরও জানান, তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধীনে ৮ জন সিনিয়র ইনফরমেটিক অফিসার (গ্রপ-এ) এবং ১ জন লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সিনিয়র ইনফরমেটিক অফিসার টিপিএসসি-এর মাধ্যমে এবং জেআরবিটি-র মাধ্যমে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক (এলডিসি)-এর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে বলে খাদ্যমী জানান।

খাদ্যমন্ত্রী আরও জানান, মসিভার বৈঠকে স্বারাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে কর্মরত এসপিও-দের (স্পেশাল পুলিশ অফিসার) বেতন বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বেতন বৃদ্ধির ফলে তারা এখন থেকে মাসিক ১২ হাজার টাকা করে পাবেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের ৩ হাজার ৭৭৬ জন এসপিও (স্পেশাল পুলিশ অফিসার) উপকৃত হবেন। তিনি জানান, রাজ্যের ১৯টি পুরপরিষদ এবং ১টি পুরনিগমে কর্মরত পাম্প অপারেটরদের মজরি বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরফলে এখন থেকে আয়রন রিমুভ্যাল প্ল্যান্টের (আইআরপি) সঙ্গে যুক্ত পাম্প অপারেটরগণ প্রতি মাসে ন্যূনতম মজরি ৭ হাজার ৫০০ টাকা এবং আইআরপি-র সঙ্গে যুক্ত নন পাম্প অপারেটরগণ ন্যূনতম মজরি ৭ হাজার টাকা করে পাবেন।

৪.৮ কোটি টাকার নেশা সামগ্রী উদ্ধার ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট ।। নেশা বিরুদ্ধে অভিযানে সফল পেয়েছে আসাম রাইফেলস ও কাস্টমস বিভাগ। যৌথ অভিযানে ৩০, ০০০ ইয়াবা ট্যাবলেট সহ বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য জব্দ করেছে। যার বাজার মূল্য ৪.৮ কোটি টাকা। সাথে দুইজনকে আটক করা হয়েছে। আজ আসাম রাইফেলসের এক প্রেস বিবৃতিতে একথা জানিয়েছে।

গতকাল যোগেন্দ্রনগর এলাকায় অভিযানে একটি মারুতি গাড়িতে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। সাথে দুই ব্যক্তিকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ আসাম রাইফেলসের এক প্রেস বিবৃতিতে একথা জানানো হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের আইনি প্রক্রিয়ার জন্য পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মোহনপুরে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে

গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে দলমতের উর্ধে উঠে কাজ করতে হবে ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট ।। গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে পঞ্চায়েত সমিতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ব্লক এলাকার দলমত নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষের কল্যাণেও নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতিকে কাজ করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে এক মোহনপুর শ্রেষ্ঠ মোহনপুর। আজ মোহনপুর ব্লক অফিস প্রাঙ্গণে মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির নবনির্বাচিত সদস্য-সদস্যাদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েত সমিতির নবনির্বাচিত ১৩ জন সদস্য-সদস্যাকে শপথবাক্য পাঠ করান ডেপুটি কালেক্টর নবকুমার জমাতিয়া। নির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণের পর এক সভায় মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান হিসেবে রাকেশ দেব এবং ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে সঞ্জীব কুমার দাসকে মনোনীত করা হয়। চেয়ারম্যান রাকেশ দেব ও ভাইস চেয়ারম্যান সঞ্জীব কুমার দাসকেও শপথবাক্য পাঠ করান ডেপুটি কালেক্টর নবকুমার জমাতিয়া। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ, ভাইস চেয়ারপার্সন শঙ্কর দেব, মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন চেয়ারম্যান রিনা দেববর্মা, জিলা পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য জয়লাল দাস, মোহনপুর ব্লকের বিডিও ধৃতিশেখর রায়, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিজয় সেন প্রমুখ।

ফাঁসিতে আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট ।। দ্বিতীয় বিয়ের চার মাসের মাথায় বিষপান করে এক যুবক আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। ওই ঘটনায় বিলোনিয়া সাতমুড়া এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃতেী শ্যালক জানিয়েছেন, বিলোনিয়া মহকুমার সাতমুড়া এলাকার বাসিন্দা ছিলেন সুব্রত দে (৪০)। তিনি ডেকোরেটরের কাজ করতেন। দীর্ঘ চার মাস আগে বিশালগড়ের বাসিন্দা ঝুলন পালের সাথে দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন তিনি। ঝুলন পালেরও এটা দ্বিতীয় বিয়ে ছিল। বিয়ের পর থেকেই বোনকে শারীরিক নির্যাতন করতেম সুব্রত। ১৫ দিন আগে মদ্যপান করে তার বোনকে বেধড়ক মারধর করে সুব্রত বলে অভিযোগ। তাতে ঝুলনের পা ভেঙে গিয়েছিল। তারপর পরিবারের সদস্যরা তাঁকে বিশালগড় বাপের বাড়িতে নিয়ে আসে।

পরবর্তী সময়ে বিলোনিয়া মহিলা থানায় লিখিত মামলা দায়ের করা হয়েছিল। গতকাল শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে আসে সুব্রত। তারপরই সে বিষপান করে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। সাথে সাথো তাকে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানকার কতর্ব্যরস চিকিৎসক তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে হাঁপানিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। তারপর সেখানকার চিকিৎসকরা জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসতেই সে মৃত্যু কোলে ঢলে পড়েন।

সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্তি তৈরিতে মূর্তি পাড়ায় ব্যস্ততা, প্রস্তুতি তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট।। *সিদ্ধিদাতা গণেশের প্রতিমা তৈরি করতে মূর্তিপাড়ায় এখন মৃৎশিল্পীদের তৎপরতা তুঙ্গে। গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে মূর্তি তৈরিতে ব্যাঘাত ঘটেছে। শেষ মুহূর্তে এসে মৃৎশিল্পীদের মূর্তি তৈরির তৎপরতা দারুনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। হাতেগোনা আর কয়েকদিন বাকি। তারপরই অনুষ্ঠিত হবে সিদ্ধিদাতা গণেশ পূজা। আর তার আগে মূর্তিপাড়ায় চলছে ব্যস্ততা।*

বন্যার জন্য কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও গতবারের তুলনায় চাহিদা রয়েছে ভালোই। সিদ্ধিদাতা গণেশের প্রতিমা তৈরি করতে মৃৎশিল্পীরা এখন চরম ব্যস্ত। মৃৎশিল্পীরা জানিয়েছেন বাজারে মূর্তি তৈরির আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রের দাম অনেক বেশি। ফলে অন্যান্য বছরের তুলনায় প্রতিমার দাম কিছুটা বেশি হতে পারে। তবে সকলের সাধ্যের মধ্যে রেখেই মূর্তি তৈরীর কাজ করছেন শিল্পীরা।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দল বিরোধী কার্যকলাপ ঃ শাস্তির মুখে গোলাঘাটি মন্ডল সম্পাদক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট ।। দল বিরোধী কার্যকলাপ করায় দলীয় শাস্তির মুখে গোলাঘাটি মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক। কৈফিয়ৎ চাইল বিজেপি প্রদেশ নেতৃত্ব।

গত কয়েকদিন আগে গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত পাথালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে নবনির্বাচিত সদস্য সদস্যা এবং প্রধান উপপ্রধানদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। সেই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে গোলাঘাটি মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক সনজিত দাসের নেতৃত্বে কিছু উশৃংখল বাহিনী পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে নবনির্বাচিত প্রধান উপপ্রধান সহ এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রদেশ কমিটির সদস্য বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মার বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকে।

এদিন মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীৎ দাসের এই কার্যকলাপে মন্ডল সহ জেলার অন্যান্য কার্যকর্তারা হতবাক হয়ে যায়। এদিন মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত দাসের নেতৃত্বে উশৃংখল যুবকরা দলের সিদ্ধান্ত মানছি না বলেও স্লোগান দিতে থাকে। বিজেপি প্রদেশ কমিটির পক্ষ থেকে তার এই কার্যকলাপকে দল বিরোধী কার্যকলাপ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু মান্দাইয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট ।। জিরানিয়া মহকুমার অধীন মান্দাই আই এস এর রশিরাম পাড়া এলাকার রশিরাম স্কুলের এক ছাত্রের বিদ্যুৎ পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রশিরাম একাডেমীর ছাত্র আয়ুষ দেববর্মা স্কুলে বিদ্যুৎ পৃষ্ট হয়ে মারা যায়। এই ঘটনায় শনিবার মান্দাই বিদ্যুৎ সাব ডিভিশনের সিনিওর ম্যানেজার অমরেন্দ্র দেববর্মা জানান, রশিরাম একাডেমীর বিদ্যুতের লাইন কাটা ছিল ২১ হাজার ৯৩ টাকা বিদ্যুৎ মাশুল না দেওয়ার কারণে ২০১৯ সালের ১১ মার্চ থেকে। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ হুক লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ চুরি করে স্কুল চালাত। সেই হুক লাইনেই বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে রশিরাম একাডেমির ছাত্র আয়ুষ দেববর্মার। যার বয়স মাত্র ১২ বছর।রশিরাম একাডেমির বিদ্যুৎ চুরি এবং এই বিদ্যুৎ চুরির কারণে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে এক ছাত্র আয়ুষ দেববর্মার মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে।

বাইক দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩১ আগস্ট ।। অলোইছড়া এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, শনিবার বীরচন্দ্রমনু থেকে শান্তির বাজারে আসার পথে শান্তির বাজার মহকুমার অলোইছড়া এলাকায় টি আর ০৮ এফ ৯২৩১ নাম্বারের বাইক চালক নিয়ন্ত্রয় হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলেপ রে। দ্রুতগতিতে অপর একটি বাইকে ওভারটেক করতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে আহত ব্যক্তিকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসপাতলে নিয়ে আসে দমকল বাহিনীর কর্মীরা। জেলা হাসপাতলে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুরাইবাড়ি থেকে বাগবাসা পর্যন্ত জাতীয় সড়কের বেহার অবস্থা ঃ ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট ।। জাতীয় সড়কের চুরাইবাড়ি থেকে বাগবাসা পর্যন্ত ভগ্ন দশায় পরিণত হলেও হেলদোল নেই রাজ্যের ডাবল ইঞ্জিন সরকারের কিংবা তার দপ্তরের। পুরো সড়কের একশো মিটার জায়গা ও ভালো অবস্থায় নেই বললেই চলে।পুকুর সমান গর্তে পরিণত হয়ে রয়েছে উক্ত সড়কে। সংস্কার বা পুনরায় নতুন করে তৈরীর কোন উদ্যোগ নিছে না সংশ্লিষ্ট দপ্তর।

একদিকে পুকুর সমান গর্ত তো অন্যদিকে বৃষ্টির জলে টিলা মাটির ধ্বস নেমে কাঁদায় পরিণত হয়ে রয়েছে।ফলে নিত্যদিন ছোট-বড় যান দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে।চরম দুভর্োগের শিকার হচ্ছেন যানচালক থেকে শুরু করে স্থানীয় পথচারীরাও।অভিযোগ অবৈজ্ঞানিক কাজের ফলে পাহাড়ের জল রাস্তায় নেমে এমন দুর্দশা দেখা দিয়েছে।কেননা জাতীয় সড়কের উল্লেখিত এলাকাতে রাস্তার দুপাশে নেই কোন ড্রেন, এক দুটি জায়গায় কালভার্ট থাকলেও সেগুলো মান্ধাতার আমল থেকে বন্ধ হয়ে রয়েছে।ফলে একদিকে বৃষ্টির জল আর অন্যদিকে টিলার মাটি নেমে একাকার। মরণফাঁদে পরিণত হয়ে রয়েছে রাজ্যের প্রবেশদ্বার চুরাইবাড়ি গেট থেকে শনিছড়া,বাগবাসা পর্যন্ত প্রায় ১১ কিমি রাস্তা।বহি:রাজ্যে রোগী নিয়ে যেতে হলেও চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে পরিজনদের।বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আসা-যাওয়া করতে হচ্ছে।কিছুদিন পর পর স্থানীয়রা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।অর্থাৎ নিট ফল শূন্য। সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো চলতি মাসের প্রথম দিকেই শনিছড়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পর্যটকদের আকর্ষনীয় স্থান শীলছড়ার বৌদ্ধ ঝর্নার রাস্তা মরন ফাঁদে পরিনত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট ।। মরন ফাঁদে পরিনত হয়েছে ত্রিপুরা সরকারের নজরে সম্ভাব্য পর্যটন কেন্দ্র পেঁচারথলের শীলছড়ায় থাকা বৌদ্ধ ঝর্ণায় পৌছোনোর একমাত্র রাস্তাটি। প্রতিদিন ঝর্ণা দেখতে আসা পর্যটকদের গাড়ী বাইক আটকে পড়ছে ঐ রাস্তায়। বিকল হচ্ছে গাড়ী। অসাধ্য হয়ে পড়েছে ঐ রাস্তায় হাঁটাচলা। দাবী উঠছে প্রশাসনিক নজরদারীর।

ঝর্ণার আনন্দ উপভোগ করতে গিয়ে বিপাকে পড়তে হচ্ছে পর্যটকদের। জল কাদায় একাকার রাস্তায় আটকে পড়ছে গাড়ী। রাস্তার বেহাল দশায় কাউকে আবার ঝর্ণায় না গিয়েই ফিরে যেতে হচ্ছে বাড়ীতে। ত্রিপুরার শিলছড়ায় থাকা একটি ঝর্ণায় যেতে গিয়ে এমনই তিক্ত অভিজ্ঞতা তুলে ধরলেন পর্যটকরা। প্রসঙ্গত, উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ছোট্ট পাহাড়ী রাজ্য ত্রিপুরা। আর পার্বত্য ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় প্রকৃতির কোলে রয়েছে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা একাধিক ঝর্ণা। উনকোটি জেলার পেঁচারথল শিলছড়ায়ও রয়েছে পাহাড়ের কোল থেকে নেমে আসা এমনই এক মনোরম ঝর্ণা। আর এই ঝর্ণা দেখতে গিয়েই এখন বিপাকে পড়তে হচ্ছে পর্যটকদের। ঝর্ণায় পৌছনোর রাস্তার অবস্থা বর্তমানে একেবারে শোচনীয়। পাহাড়ের মাটি রাস্তায় নেমে জল কাদায় একাকার ঝর্ণায় যাবার রাস্তাটি। রাস্তার মাঝে থাকা গর্তগুলোতে জল জমে ডোবার আকার নিয়েছে রাস্তা। আর সেই গর্তে প্রতিদিনই আটকে পড়ছে বাইক, টটো থেকে একাধিক গাড়ী। এতে বিকল হচ্ছে গাড়ীর যন্ত্রাংশ। পরে কাদায় নেমে গাড়ী ঠেলতে হচ্ছে ঝর্ণায় আসা পর্যটকদেরকে।

বর্তমানে প্রতিদিনই ঝর্ণায় পৌছতে গিয়ে এমনভাবে কাঠখড় পোড়াতে হচ্ছে এবং রাস্তার হাল আগের থেকে অনেক শোচনীয় হয়ে পড়েছে বলে জানালেন মাঝ রাস্তায় গাড়ী নিয়ে আটকে পড়া এক পর্যটক। পর্যটকদের কাছে রিতিমতো বিপদজ্জনক হয়ে উঠেছে এই রাস্তাটি। ঝুঁকি নিয়ে রাস্তায় চলতে গিয়ে ঘটছে অঘটন। বর্তমানে ঐ রাস্তায় হেঁটে চলাই একপ্রকার দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ১ সেপ্টেম্বর২০২৪ ইং
১৫ ভাদ্র, রবিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সংকটে সিপিএম

কমিউনিস্ট পার্টিতে প্রবীনদের একাংশ নেতৃত্ব আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে যাবতীয় চেষ্টা অব্যাহত রাখিছেন। তাহারা আজীবন নেতৃত্ব হাতে রাখিতেই উৎসাহী। নবীনদের হাতে নেতৃত্ব তুলিয়া দিতে তাহাদের তীব্র আপত্তি। ফলশ্রুতিতে কমিউনিস্ট পার্টিতে নবীন প্রবীণ বিভেদ চরম হইতে চরমতরম হইতে শুরু করিয়াছে। দলীয় বৈঠকে এসব বিষয় নিয়ে রীতিমতো তুলকালাম কান্ড সংগঠিত হইতে শুরু করিয়াছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ইন্ডিয়া জুটের সঙ্গে আঁতাত গঠন করিয়া নির্বাচনী বৈতরনী পার হওয়া কতটা সম্ভবপর হইবে তাহা নিয়া যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়াছে। বিগত লোকসভা নির্বাচনে প্রত্যাশিত ফল করিতে পারেনি বামেরা। এবারের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলাইয়াও ভালো ফলের আশা করেন নি সিপিএমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। ২০১১, ২০১৬, ২০২১ পশ্চিমবঙ্গে ও ২০১৮ ও ২০২৩ এ ত্রিপুরায় ক্ষমতা হারা হইবার পর জাতীয় রাজনীতিতে তো বটেই, আঞ্চলিক রাজনীতিতে প্রভাব হারাইতে বসিয়াছে সিপিএম। অন্য বামপন্থী দলগুলির হাল আরও খারাপ। ফলে সিপিএমের নীতিগত সঙ্কট যে বাড়িতেছে তাহা বলার অপেক্ষায় রাখে না। বিজেপির হিন্দু ফ্যাসিবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নেত্রিত্বে ইন্ডিয়া জোটে সামিল সিপিএম ও বামপন্থীরা। সেখানে তৃণমূল ও মমতার দ্বিচারিতার রাজনীতির লাইন বহন করিতে হইতেছে সিপিএমকে। ২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে বঙ্গে সিপিএমের ঘুরঘুরিয়া দাঁড়াইবার পরিকল্পনায় আশা করিতেছেন না দলের নেতৃত্ব। রাজনৈতিক সঙ্কট বাড়িতেছে দলের ঘোষিত শুধুমাত্র বিজেপি বিরোধিতার লাইন নিয়া। দলকে রাজনৈতিক কৌশল ও তাত্ত্বিক লাইন থেকে সরাইতে না পারিলে পশ্চিমবঙ্গে ২০২৬ ও ত্রিপুরায় ২০২৮ এর বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএমের সম্ভাবনা নিয়া প্রশ্ন চিহ্ন উঠিয়া আসিতেছে। সিপিএম নেতৃত্ব একথা কবুল করিয়া নিয়াছেন।সিপিএম এই মুহূর্তে জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপি-আর এস এস এর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরোধিতায় কংগ্রেসের নেত্রিত্বে ইন্ডিয়া জোটে সামিল। কিন্তু ইন্ডিয়া জোট নিয়া দলের অবস্থানের প্রশ্নে দলের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির সঙ্গে প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত শিবিরের অবস্থানগত মতপার্থক্যে অস্বস্তিতে সিপিএম।সিপিএমের ইন্ডিয়া জোট যাত্রায় অংশ নেওয়া নিয়া সিপিএমের কেরালা ইউনিটি নয়, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার পার্টির একাংশের মনে প্রশ্ন চিহ্ন রহিয়াছে। তবু সিপিএম এখন ইন্ডিয়াজোটের ছাতার তলায় কংগ্রেসের সহযোগী শক্তি হিসেবে রাজনীতিতে মোড় ঘোড়ানোর চেষ্টা করিতেছে।সিপিএমের অন্দরে দলের প্রবীন নেতা কর্মীদের সঙ্গে তরুণ প্রজন্মের ফারাকও লক্ষ্য করা যাইতেছে। অনেকে মনে করিতেছে যে সিপিএম এখন মার্কবাদের পথ ত্যাগ করিয়া সংসদীয় সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে পরিণত হইয়াছে। এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসিতে তরুণ প্রজন্মের উপর আস্থা রাখিয়াছেন প্রবীন নেতারা। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে সম্প্রতি ত্রিপুরায় সিপিএমের রাজ্য কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে নেতৃত্ব নিয়া রীতিমতো তুলকালাম কান্ড সংগঠিত হইয়াছে। রবীন্দ্র নেতৃত্ব ছাড়িতে চাইতেছেন না। নবীদের হাতে দলীয় নেতৃত্ব তুলিয়া দিবার জন্য বারবার চাপ সৃষ্টি হইলেও প্রবীণরা তাহাতে কর্ণপাত করিতে নারাজ। ফলে দলের অভ্যন্তরে সমস্যা তীব্রতর হইতে শুরু করিয়াছে। নেতৃত্ব নিয়ে এই ধরনের বিরোধ অব্যাহত থাকিলে বামেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ আরো খারাপ পরিবার সম্ভাবনা প্রবল।

ভোরের পথ অবরোধে ভোগান্তি বি টি রোডে, পুলিশ কর্মীকে আটকে রেখে চলল বিক্ষোভ

বরাহনগর, ৩১ আগস্ট (হি.স.): ভোরের অবরোধে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো বি টি রোড, এক পুলিশ কর্মীকে আটকে রেখে চললো বিক্ষোভ। শনিবার ভোর চারটে থেকে বি টি রোডে অবরোধ শুরু হয়, তা চলে প্রায় চার ঘণ্টা। এই সময়ে ডানলপের দিক থেকে শ্যামবাজারের দিকে যাওয়ার পথে সিঁথির মোড়ে অবরুদ্ধ ছিল, আবার ডানলপের দিকে যাওয়ার রাস্তাও বন্ধ ছিল। কেন এই অবরোধ? আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে সিঁথির মোড়ে শুক্রবার রাতে প্রতিবাদ দেখাচ্ছিলেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। ঝামেলার সূত্রপাত হয়, ভোররাত তিনটে নাগাদ। মত্ত অবস্থায় বাইক নিয়ে এক সিভিক ভলান্টিয়ার পড়ুয়াদের ব্যারিকেডে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। এরপর ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন পড়ুয়ারা। অভিযোগ, কিছু সময় পর এক পুলিশকর্মী ঘটনাস্থলে এসে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে ছেড়ে দেন। এতে পড়ুয়াদের ক্ষোভ আরও বেড়ে যায়। ওই পুলিশ কর্মীকেই আটকে রেখে চলে বিক্ষোভ।

ড্রোনের সাহায্যে চলছে তীক্ষ্ণ নজরদারি, বাহরাইচে এখনও ধরা গেল দুই নেকড়েকে

বাহরাইচ, ৩১ আগস্ট (হি.স.): ড্রোনের সাহায্য চলছে তীক্ষ্ণ নজরদারি, অথচ এখনও উত্তর প্রদেশের বাহরাইচে ধরা গেল দুই নেকড়েকে। তরাই অঞ্চলে এখনও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মানুষখেকো ওই দুই নেকড়ে। দুই নেকড়েকে পাকড়াও করতে শনিবার সকালেও বন দফতরের অভিযান জারি রয়েছে। বন দফতর সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত ৪টি নেকড়ে ধরা পড়েছে। দু’’টি নেকড়ে এখনও বাকি আছে। ড্রোনের মাধ্যমে চলছে নজরদারি। বন দফতর সূত্রের খবর, গত দেড় মাসে নেকড়ের শিকার হয়েছে ছ’টি শিশু-সহ ৮ জন। জখম ২২ জন। বহরাইচ জেলার মাহসি ব্লকের সিসিয়া পঞ্চায়েত এবং আশপাশের অঞ্চলগুলিতেই মূলত ঘটছে নেকড়ের হানার ঘটনা। নেকড়ের আতঙ্কে রীতিমতো তটস্থ সিসিয়া পঞ্চায়েত এবং আশপাশের অঞ্চলগুলির বাসিন্দারা। অবশেষে ৪টি নেকড়ে ধরা পড়েছে, বাকি রয়েছে আরও দু’’টি।

ড্রোনের সাহায্যে চলছে তীক্ষ্ণ নজরদারি, বাহরাইচে এখনও ধরা গেল দুই নেকড়েকে

বাহরাইচ, ৩১ আগস্ট (হি.স.): ড্রোনের সাহায্য চলছে তীক্ষ্ণ নজরদারি, অথচ এখনও উত্তর প্রদেশের বাহরাইচে ধরা গেল দুই নেকড়েকে। তরাই অঞ্চলে এখনও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মানুষখেকো ওই দুই নেকড়ে। দুই নেকড়েকে পাকড়াও করতে শনিবার সকালেও বন দফতরের অভিযান জারি রয়েছে। বন দফতর সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত ৪টি নেকড়ে ধরা পড়েছে। দু’’টি নেকড়ে এখনও বাকি আছে। ড্রোনের মাধ্যমে চলছে নজরদারি। বন দফতর সূত্রের খবর, গত দেড় মাসে নেকড়ের শিকার হয়েছে ছ’টি শিশু-সহ ৮ জন। জখম ২২ জন।

নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী আরউইন শ্রোডিঙ্গার

প্রদীপ দেব

মহাবিশ্বের প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দশটি সমীকরণের একটি শ্রোডিঙ্গারের তরঙ্গ সমীকরণ। বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার কোয়ান্টাম মেকানিকস। বলা হয় কোয়ান্টাম মেকানিকস তরুণ পদার্থবিজ্ঞানীদের ক্ষেত্র। কারণ কোয়ান্টাম মেকানিকসের প্রধান স্থপতিদের সবাই ছিলেন বয়সে তরুণ। সে তুলনায় আরউইন শ্রোডিঙ্গারের বয়স কিছুটা বেশি ছিল। ১৯২৬ সালে শ্রোডিঙ্গার যখন তরঙ্গ-সমীকরণ আবিষ্কার করেন , তখন তাঁর বয়স প্রায় চল্লিশ। কোয়ান্টাম মেকানিকসে অবদানের জন্য তিনি পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৩৩ সালে, পল ডিরাকের সঙ্গে যৌথভাবে। কোয়ান্টাম মেকানিকসে তাঁর গবেষণা এবং আবিষ্কার ছিল অনেকটাই হঠাৎ করে করে ফেলার মতো, অসুস্থ হয়ে গৃহবন্দী অবস্থায়।

আরউইন শ্রোডিঙ্গারের জন্ম ১৮৮৭ সালের ১২ আগস্ট অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায়। তাঁর বাবা রুডল্ফ শ্রোডিঙ্গার এবং মা জর্জিন শ্রোডিঙ্গারের একমাত্র সন্তান ছিলেন তিনি। আরউইনের বাবা রুডল্ফ উত্তরাধিকারসূত্রে কাপড়ের কলের মালিক হয়েছিলেন। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণে উপার্জন হচ্ছিল। তাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। নিজের আগ্রহ ছিল ছবি আঁকা ও বিজ্ঞানে। বিশেষ করে উদ্ভিদবিজ্ঞান ও রসায়নের প্রতি। একমাত্র ছেলের সাথে তিনি বন্ধুর মতো মিশতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করতেন বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে।

আরউইনের মা বেশ হাসিখুশি প্রাণবন্ত ছিলেন, কিন্তু প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন। আরউইনের মায়ের-মা ইংরেজ। তাঁর কাছ থেকে আরউইন ছোটবেলা থেকেই ইংরেজি শিখেছেন এবং তাঁর সংগীদের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন ইংরেজিতে।

প্রাথমিক পড়াশোনা বাড়িতেই শুরু হয় আরউইনের। এগারো বছর বয়সে ১৮৯৮ সালে ভর্তি হলো ভিয়েনার জিমনেশিয়ামে (হাই স্কুল)। ১৯০৬ সালে ম্যাট্রিকুলেশান পাস করেন (উচ্চ-মাধ্যমিকের সমতুল্য)। স্কুলে খুবই ভালো ফল করেছিলেন তিনি। স্কুলের বিষয়গুলি ছিল বেশিরভাগই ইতিহাস, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ ভাষা। গণিত ও বিজ্ঞান ছিল খুবই সামান্য।

দুই

১৯০৬ সালের শেষের দিকে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন আরউইন শ্রোডিঙ্গার। ভিয়েনার পদার্থবিজ্ঞানী লুডভিগ বোলজম্যানের কথা শ্রোডিঙ্গার শুনে আসছেন ছোটবেলা থেকেই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরপরই মানসিক অবসাদে ভুগে আত্মহত্যা করেন বোলজম্যান। শ্রোডিঙ্গারকে খুব নাড়া দেয় এই ঘটনা। বোলজম্যান যেমন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ছিলেন, তেমনি ছিলেন চমৎকার শিক্ষক। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পদার্থবিজ্ঞানীর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তিনি। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বোলজম্যানের পর তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়েছিলেন ফ্রেডরিক হাসনল। অচিরেই ফ্রেডরিকের পড়ানো আর পদার্থবিজ্ঞান- ভাবনায় মুগ্ধ হন শ্রোডিঙ্গার।

ফ্রেডরিক ছিলেন গতানুগতিক প্রফেসরদের চেয়ে আলাদা। তিনি কোন নোট বা বই দেখে পড়াতেন না। ক্লাসে পদার্থবিজ্ঞানের যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে পড়াতেন। ছাত্রদের সাথে তাঁর সম্পর্ক শুধুমাত্র ক্লাসরুমেই সীমাবদ্ধ থাকতো না। তিনি ছাত্রদেরকে তাঁর বাড়িতেও নিয়ে যেতেন। ছাত্রদের সাথে পাহাড়ে চড়তেন, স্কি করতেন। শ্রোডিঙ্গার এসব খুবই পছন্দ করতেন। পরবর্তী জীবনে শ্রোডিঙ্গার নিজেও পড়ানোর সময় ফ্রেডরিকের পদ্ধতি অনুসরণ করতেন।

১৯১০ সালে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডির পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে বিনা বেতনে কিছু ক্লাস নিতে শুরু করলেন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু সেই সময় তার মিলিটারি সার্ভিসের ডাক এলো। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তখন পুরুষদের জন্য এক বা দুই বছরের মিলিটারি সার্ভিস বাধ্যতামূলক ছিল।

এক বছরের মিলিটারি সার্ভিস শেষ করে ১৯১১ সালে শ্রোডিঙ্গার ফ্রাঞ্জ এক্সনারের সহকারী হিসেবে যোগ দেন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শ্রোডিঙ্গারের দায়িত্ব ছিল ফার্স্ট ইয়ারের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে পরীক্ষণ বুঝিয়ে দেয়া। প্রদর্শকের কাজ। ক্লাসরুমে অনেকগুলি ছাত্র, পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি নেইতাছাড়া পরীক্ষণ দেখানোর প্রতি তেমন কোন আগ্রহও নেই শ্রোডিঙ্গারের। তাই তিনি খুব একটা উৎসাহ পাচ্ছিলেন না কাজে। কিন্তু সেই সময় পদার্থবিজ্ঞানের অন্য কোন চাকরিও নেই অস্ট্রিয়ার কোথাও। পাশের দেশ জার্মানিতে পদার্থবিজ্ঞানীদের জন্য অনেক চাকরি। কিন্তু শ্রোডিঙ্গার জার্মানদের সাথে প্রতিযোগিতা করে চাকরি পাবেন কি না জানেন না।

তখন ইউরোপের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে গেলে পিএইচডি থিসিসের মতো একটা থিসিস জমা দিতে হতো হ্যাবিলিটেশন কমিটির কাছে। এই কমিটি যাচাই করে দেখত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনভাবে পড়ানোর মতো যোগ্যতা প্রার্থীর আছে কি না। শ্রোডিঙ্গার তাঁর গবেষণাপত্র জমা দিলেন। তিনি তখন গবেষণা করছিলেন কাইনেটিক থিওরি অব ম্যাগনেটিজম বা চুম্বকত্বের গতিতত্ত্ব এবং কাইনেটিক্স অব ডাই-ইলেকট্রিক্সের ওপর। কমিটি তাঁর গবেষণাকর্মস দেখে মোটামুটি সন্তুষ্ট হয়। এপরে আসে দ্বিতীয় ধাপবৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দেয়া। হ্যাবিলিটেশন কমিটি শ্রোডিঙ্গারকে চুম্বকত্বের ওপর বক্তৃতা দেবার সুযোগ দেয়। কিন্তু কমিটি তাঁর বক্তৃতায় খুব একটা সন্তুষ্ট হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরোপুরি অধ্যাপক হওয়া সম্ভব হলো না শ্রোডিঙ্গারের। পেলেন ডেমেনেস্ট্রেটর বা প্রদর্শকের পথ। যাদের কাজ শিক্ষার্থীদের ল্যাবরেটরিতে সহযোগিতা করা। প্রদর্শক হিসেবে তাঁর খুব একটা ভালো লাগছিলো না। অনেক বেশি যোগ্যতা নিয়ে নিচুপদে কাজ করতে হলে এক ধরনের আত্মগ্লানী তৈরি হয়। শ্রোডিঙ্গারেরও হচ্ছিল।

পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে দ্রুতই সুনাম ছড়িয়ে পড়ে শ্রোডিঙ্গারের। অস্ট্রিয়া ও জার্মানির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর ডাক আসে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেওয়ার।

তিন

১৯১৩ সালে ভিয়েনায় বেশ বড় একটি পদার্থবিজ্ঞান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় সাত হাজার বিজ্ঞান-প্রতিনিধি অংশ নিয়েছিলেন সেখানে। আইনস্টাইনসহ ইউরোপের অনেক খ্যাতনামা পদার্থবিজ্ঞানী সেই সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আইনস্টাইন তখন ইউরোপের সেরা পদার্থবিজ্ঞানী। তিনি সেখানে মহাকর্ষ বলের তখনকার অবস্থা সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্ব নিয়ে কাজ করছিলেন তখন তিনি।

শ্রোডিঙ্গার আইনস্টাইনের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে মহাকর্ষ ও বিদ্যুৎচুম্বক বলের সমন্বয় নিয়ে গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ হলেন। পরের এক বছর নিবিষ্ট চিত্তে গবেষণা করেন। তারপর একটা গবেষণাপত্র লেখেন। নাম অন দ্য ডাইনামিকস অব ইলাস্টিক্যালি কাপল পয়েন্ট। সেটা পাঠালেন জামার্নির বিখ্যাত জার্নাল এনালেন ডার ফিজিক-এ। এই পেপারে প্রথম শ্রোডিঙ্গারের গভীর গাণিতিক দক্ষতা ও দার্শনিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। ওই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে ডাক পড়ে শ্রোডিঙ্গারের। রণাঙ্গনে বসেই জানতে পারেন আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্ব প্রকাশের খবর। শ্রোডিঙ্গার যুদ্ধরত অবস্থায় এই তত্ত্ব পড়ার সুযোগ পাননি। ১৯১৭ সালে তাঁর পোস্টিং হয় ভিয়েনায়। তখন তিনি কিছুটা সময় এবং সুযোগ পান বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে ভাবার। আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটির পাঠ তাঁকে আবার নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করে তত্ত্বীয়

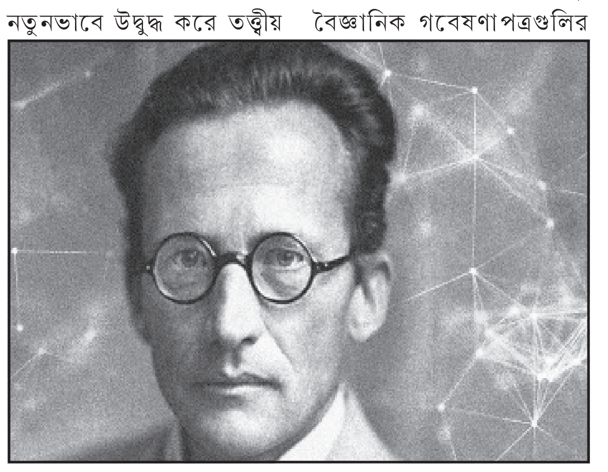

পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণার দিকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৮ সালে শ্রোডিঙ্গার আবার যোগ দিলেন আগের প্রদর্শক পদে। কিন্তু অন্য জায়গায় ভালো চাকরি খুঁজছিলেন। একটা সুযোগ এলো জার্মানির ইনা (Jena) বিশ্ববিদ্যালয়ে। পদটা যদিও এখনো খুব একটা উঁচুমানের নয়। তবু শ্রোডিঙ্গার যোগ দিলেন সেখানে।

চার

১৯১৮ সালে শ্রোডিঙ্গার বিয়ে করলেন আনামেরি বার্টেলকে। আনামেরির বয়স তখন তেইশ, শ্রোডিঙ্গারের বত্রিশ। শ্রোডিঙ্গারের সাথে আনামেরির কোন বিষয়েই মিল ছিল না। আনামেরি লেখাপড়া তেমনকিছু করেননি। বিজ্ঞানের কিছুই বোঝেন না। শ্রোডিঙ্গারের গভীর দর্শনেরও সঙ্গী তিনি নন।

১৯১৮ সালে ইনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়ার পর শ্রোডিঙ্গারকে যথাযথ সম্মান দেখানো হলো। কাজে যোগ দিয়েই তিনি পরমাণুর তত্ত্ব সম্পর্কে খুব চমৎকার একটি বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দিলেন। তাঁর বক্তৃতায় ইনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি এতটাই খুশি হলেন যে, শ্রোডিঙ্গারকে দ্রুত প্রমোশন দিয়ে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর করে ফেলা হলো। কিন্তু পদটি ছিল অস্থায়ী। স্থায়ী হতে কতদিন লাগবে শ্রোডিঙ্গার জানেন না। তাই তিনি অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী পদের জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখলেন। চার মাস পরেই সুযোগ এলো স্টুটগার্ট ইউনিভার্সিটি থেকে। শ্রোডিঙ্গার সেখানে যোগ দিলেন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসরের স্থায়ী পদে।

ইতোমধ্যে শ্রোডিঙ্গারের মায়ের স্বাস্থ্য আরো খারাপ হয়েছে। ১৯১৯ সালে স্তন ক্যান্সারে মারা যান তিনি। এর কিছুদিন পর ১৯১৯ সালের শেষের দিকে শ্রোডিঙ্গারের বাবাও মারা যান। মা-বাবা দু'জনকে হারিয়ে পারিবারিকভাবে একেবারে একা হয়ে পড়েন শ্রোডিঙ্গার।

পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে দ্রুতই সুনাম ছড়িয়ে পড়ে শ্রোডিঙ্গারের। অস্ট্রিয়া ও জার্মানির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর ডাক আসে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেওয়ার। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি যোগ দিলেন জার্মানির ব্রেসলাউ বিশ্ববিদ্যালয়ে (এটা এখন পোলান্ডে)। কিন্তু এখানেও তিনি বেশিদিন ছিলেন না। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি ডাক পেলেন সুইজারল্যান্ডের জুরিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন স্বয়ং আইনস্টাইন। শ্রোডিঙ্গারের কাছে এর মর্যাদাই আলাদা। খুব খুশিমনে তিনি জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন অধ্যাপক হিসেবে।

চৌত্রিশ বছর বয়সেই অধ্যাপক হয়ে যান শ্রোডিঙ্গার। কিন্তু হিসেব করে দেখতে গেলে তাঁর তখনো পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন বৈজ্ঞানিক কাজ নেই।

সুইজারল্যান্ডে একটু গুছিয়ে বসতে না বসতেই শ্রোডিঙ্গারের শরীর খারাপ হতে শুরু করে। পরীক্ষা করে দেখা গেল যক্ষা বাসা বেঁধেছে তাঁর শরীরে। সুস্থ্য হওয়ার জন্য পরিবর্তনের জন্য তাঁকে আরুজা পর্বতমালার পাদদেশে একটি স্বাস্থ্যনিবাসে থাকতে হলো। এখানেই তিনি লিখে ফেলেন তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রগুলির একটিঅন আ রিমার্কেবল প্রোপার্টি অব কোয়ান্টাইজড অরবিটস অ্যান ইলেকট্রন।

১৯২১ থেকে ১৯২৭। এই ছয় বছর জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন শ্রোডিঙ্গার। এর মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করেছেন কোয়ান্টাম মেকানিকসের মূল সমীকরণ, শ্রোডিঙ্গার ইকোয়েশন অব ওয়েভস।

জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে শ্রোডিঙ্গারের সুনাম ছড়িয়ে পড়লো দ্রুত। তিনি ছাত্রদের সাথে তাঁর শিক্ষক ফ্রেডরিকের শিক্ষণ-পদ্ধতি অনুসারে পড়াতে লাগলেন। সেই সময় অধ্যাপকেরা পড়াতেন লেকচার নোট দেখে দেখে। কিন্তু শ্রোডিঙ্গার ক্লাসে কোন ধরনের বই বা নোট ব্যবহার না করেসবকিছু তৎক্ষণাৎ ক্লাসেই ব্ল্যাকবোর্ডে তৈরি করতেন যুক্তি দিতে দিতে। এভাবে চোখের সামনে সমীকরণ তৈরি হতে দেখে ছাত্ররা খুবই উৎসাহিত হত। অনেক সময় তিনি সমুদ্রের তীরে নিয়ে যেতেন ছাত্রদের। সেখানে সৈকতে ব্ল্যাকবোর্ড রেখে সেখানেই পড়াতেন।

১৯২৭ সালে শ্রোডিঙ্গার জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপকের পদে যোগ দেন।

পাঁচ

কোয়ান্টাম মেকানিকসের ধারণা প্রথম দিয়েছিলেন ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ১৯০০ সালে। তাপীয় বিকিরণ বিশ্লেষণ করে ক্রমে ফোটনের ধারণা পাওয়া যায়। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন আলো এবং শক্তির সমন্বয়ক সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৩ সালে নীলস বোর পরমাণুর কোয়ান্টাম মডেল দেন। ১৯২০ সালে ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ পরমাণুর ইলেকট্রনের কক্ষপথের ম্যাট্রিক্স মেকানিকস আবিষ্কার করেন। যেটা দিয়ে পরমাণুর কক্ষপথে ইলেকট্রনের গাণিতিক বর্ণনা দেয়া যায়। ১৯২৪ সালে লুই দ্য ব্রগলি ম্যাটার ওয়েভ বা বস্তু-তরঙ্গের ধারণা দেন। শুরুতে আইনস্টাইন ছাড়া ব্রগলিকে কেউ তেমনভাবে সমর্থন করেননি। আইনস্টাইনের বর্ণনা পড়ে শ্রোডিঙ্গারেরও মনে হয়েছিল, দ্য ব্রগলির ধারণা সঠিক হতে পারে। ফোটনের মতো করে ইলেকট্রনের তরঙ্গের গাণিতিক সমীকরণও লেখা সম্ভব। ১৯২৫ সালে শ্রোডিঙ্গার তাঁর বিখ্যাত সমীকরণটি তৈরি করে ফেললেন। ১৯২৬ সালে এনালেন ডার ফিজিক-এ ধারাবাহিকভাবে চারটি গবেষণাপত্রে শ্রোডিঙ্গার তাঁর সমীকরণ প্রকাশ করেন। শ্রোডিঙ্গারের তরঙ্গ সমীকরণ আর হাইজেনবার্গের ম্যাট্রিক্স বৈজ্ঞানিকভাবে একই বিষয়ের দুটি ভিন্ন প্রকাশ।

১৯২৭ সালে শ্রোডিঙ্গার জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপকের পদে যোগ দেন। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক এই পদে ছিলেন। প্ল্যাঙ্ক অবসর নেয়ার সময় নিজেই শ্রোডিঙ্গারকে পছন্দ করেন এই পদের জন্য। এই পদে যোগ দেয়ার কারণে শ্রোডিঙ্গার জার্মানির নাগরিকত্ব পান এবং প্রুশিয়ান একাডেমি অব সায়েন্সের সদস্য মনোনীত হন।

ছয়

১৯৩৩ সালে জার্মানিতে হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসি সরকার ক্ষমতায় আসে। ইহুদিদের উপর প্রকাশ্য অত্যাচার শুরু হয়। শ্রোডিঙ্গার নিজে ইহুদি নন, কিন্তু তাঁর ইহুদি সহকর্মীদের উপর নাৎসিদের অত্যাচারের মৌখিক প্রতিবাদ করলেন তিনি। ফলে তাঁর অবস্থানও নড়বড়ে হয়ে যায়। তিনি বার্লিন ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাবার চেষ্টা শুরু করেন। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ম্যাগড্যালেন কলেজে রিসার্চ ফেলো হিসেবে একটি অস্থায়ী পদের ব্যবস্থা করলেন শ্রোডিঙ্গারের বৈজ্ঞানিক সহকর্মীরা।

অক্সফোর্ডে যাবার আগে শ্রোডিঙ্গার ব্রাসেলসে গেলেন সপ্তম সলভে কনফারেন্সে যোগ দিতে। সেখান থেকে ফিরে অক্সফোর্ডে ফিরে জানতে পারেন কোয়ান্টাম মেকানিকসে অবদানের জন্য পল ডিরাক এবং তিনি ১৯৩৩ সালের পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত শ্রোডিঙ্গার অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ছিলেন। ১৯৩৬ সালে তিনি অস্ট্রিয়ার গ্রাজ ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেন।

১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত গ্রাজ ইউনিভার্সিটিতে কাজ করেন শ্রোডিঙ্গার। কিন্তু রাজনৈতিক পটভূমি দ্রুত বদলে যায়। হিটলার অস্ট্রিয়া দখল করে নেয়। গ্রাজ ইউনিভার্সিটির সব ইহুদি অধ্যাপককে ছাটাই করা হয়। শ্রোডিঙ্গার ইহুদি না হলেও ইহুদিদের পক্ষে কথা বলেছিলেন, এই খবর নাৎসিদের কাছে আছে। তাঁকে বলা হলো কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে একটি খোলা চিঠি লিখতে। শ্রোডিঙ্গার নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তা লিখলেন। কিন্তু তাতেও কাজ হলো না। ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করে দেয়া হলো। দেশ থেকে চলে যাবার অনুমতি তাকে দেয়া হলো, কিন্তু শর্ত হলো সাথে কোন টাকা-পয়সা নেয়া যাবে না।

এতদিনের জমানো সবকিছু পেছনে ফেলে সামান্য কিছু জিনিসপত্র সাথে নিয়ে তিনি ইতালিতে চলে গেলেন। শ্রোডিঙ্গারের এই দুঃসময়েও তাঁর সঙ্গী ছিলেন স্ত্রী আনামেরি। রোমে বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মি তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন এবং টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করলেন। রোম থেকে জেনিভায় গিয়ে আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ইয়ামন দ্য ভ্যালেরি'র সাথে দেখা করলেন শ্রোডিঙ্গার। দ্য ভ্যালেরি তাঁকে জানালেন, তিনি ডাবলিনে ইন্সটিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন। শ্রোডিঙ্গার যদি সেই ইন্সটিটিউটে যোগ দেন তাহলে ভালো হয়। শ্রোডিঙ্গারের সম্মতি ছিল। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি তখনো তৈরি হয়নি। তাই সেখানে যোগ দেয়ার আগে ১৯৩৯ সালে বেলজিয়ামের গেন্ট ইউনিভার্সিটিতে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। এখানে বসে অনেকদিন পর আবার একটি গবেষণাপত্র রচনা করেন। এবারের বিষয় মহাবিশ্বের প্রসারণ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ হয়, শ্রোডিঙ্গারের বয়স তখন যাট। শ্রোডিঙ্গার এই সময় ঘোষণা দেন, তিনি ইউনিফাইড থিওরি আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

১৯৩৯ সালে শ্রোডিঙ্গার এবং আনামেরি ডাবলিনে পৌঁছান। ডাবলিন ইন্সটিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজের কাজকর্ম বেশ দ্রুতই প্রসারিত হতে শুরু করলো শ্রোডিঙ্গারের নেতৃত্বে। শ্রোডিঙ্গার তাঁর গবেষণার বেশিরভাগ মনযোগ দিলেন আইনস্টাইনের মতোইঅভিকর্ষ বল ও তড়িৎচুম্বক বলের সমন্বয়ের সূত্র আবিষ্কারের নেশায়। কিন্তু এই কাজে সাফল্য আসেনি।

তবে শ্রোডিঙ্গার জীববিজ্ঞানের গবেষণায় বেশ সফল হন। ১৯৩৩ সালেই তাঁর মনে প্রশ্ন এসেছিল জীবকোষের মধ্যে এতগুলি পরমাণু কেন? কিন্তু সেই সময় এই ব্যাপারে আর কোন অনুসন্ধান তিনি করেননি। এখন ১৯৪০ সালে এসে তিনি ভাবছেন জীবকোষের ক্রোমোজমে নিশ্চয় জীবনের সংকেত লেখা আছে। শ্রোডিঙ্গারের আগে কেউ কেউ বিচ্ছিন্নভাবে জীবন ও পদার্থবিজ্ঞানের সমন্বয়ের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু শ্রোডিঙ্গার পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জীবনের অর্থ কী হতে পারে সে ব্যাপারে বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিলেন। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হলো তাঁর বই হোয়াট ইজ লাইফ? আয়ারল্যান্ডে তাঁর বইয়ের খুব একটা সমাদর হলো না। কিন্তু শ্রোডিঙ্গারের বইটি খুবই অনুপ্রেরণা জোগায় অণুজীববিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিককে। পরে ডিএনএ আবিষ্কারে শ্রোডিঙ্গারের বই অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

তীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ হয়, শ্রোডিঙ্গারের বয়স তখন যাট। শ্রোডিঙ্গার এই সময় ঘোষণা দেন, তিনি ইউনিফাইড থিওরি আবিষ্কার করে ফেলেছেন। ডাবলিনের সংবাদমাধ্যমে ফলাও করে প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর সাফল্যের কাহিনি। আইনস্টাইন তখনো চেষ্টা করে যাচ্ছেন এই তত্ত্ব আবিষ্কারের। তিনি প্রিন্সটনে বসে শ্রোডিঙ্গারের গবেষণাপত্র খুব সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারেন শ্রোডিঙ্গারের তত্ত্বে ভুল আছে। তিনি শ্রোডিঙ্গারকে জানালেন কোথায় ভুল আছে। শ্রোডিঙ্গার বুঝতে পেরে খুবই লজ্জিত হন। এতই লজ্জিত হন যে, তিনি পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণা ছেড়ে দিয়ে ভারতীয় দর্শন পড়তে শুরু করেন। এই সময় তিনি উপনিষদের যতগুলি বই ইংরেজিতে এবং ইউরোপীয় ভাষায় পাওয়া যায় সব পড়ে ফেলেন একের পর এক। যুদ্ধ-পরবর্তী সলভে যোগ দিয়ে তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর গবেষণা সম্পর্কে এখন আর কারও তেমন আগ্রহ নেই। তিনি আরও বেশি করে দর্শনের দিকে ঝুঁকলেন।

১৯৫৬ সালে শ্রোডিঙ্গার ভিয়েনায় ফিরে এলেন। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর জন্য একটি বিশেষ পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ১৯৫৭ সালে তাঁকে জার্মান অর্ডার অব মেরিট এবং অস্ট্রিয়ান মেডেল ফর আর্টস এন্ড সায়েন্স দেয়া হয়।

শ্রোডিঙ্গারের শরীর ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করেছে। তাঁর হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুসের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে হতে ১৯৬১ সালের ৪ জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

কাটিহার ডিভিশনের উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করলেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার

মালিগাঁও, ৩১আগস্ট, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব আজ কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত যোগবাণী, ফরবেশগঞ্জ, আরারিয়া, পুর্নিয়া এবং কাটিহার স্টেশনে উন্নয়নমূলক কাজ এবং রেলওয়ের সুযোগ-সুবিধাগুলি পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের সময় জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে ছিলেন কাটিহারের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী সুরেন্দ্র কুমার সহ হেড কোয়ার্টার এবং ডিভিশনের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা। জেনারেল ম্যানেজার এনরুট স্টেশনগুলি পরিদর্শনের পাশাপাশি আরারিয়া-পুর্নিয়া সেকশনের মধ্যে চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি ও রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে সুরক্ষা সম্পর্কিত গিয়ারগুলিও খতিয়ে দেখেন। এই পরিদর্শনের সময় জিএম/এনএফআর আরারিয়া-পুর্নিয়া সেকশনে ঘণ্টা প্রতি ১২০ কিলোমিটার গতির পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। এছাড়াও তিনি স্টেশনগুলিতে রেলওয়ে আধিকারিকদের সাথে বার্তালাপ করেন ও বিভিন্ন বিষয়ে ফিডব্যাক গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন সুরক্ষা সম্পর্কিত সামগ্রীর উপর তাঁদের সচেতনতার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।এই পরিদর্শনের সময় জেনারেল ম্যানেজার মার্শালিং ইয়ার্ড, কোচিং ইয়ার্ড, মাইনোর ও মেজর ব্রিজ, কোচিং ডিপো, রেলওয়ে কলোনি, কার্ভ ও এলসি গেটের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন। ফরবেশগঞ্জ স্টেশন ইয়ার্ডে ক্রসওভার ও ইউএসএফডি প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি তিনি আরারিয়ায় বৈদ্যুতিকীকরণের কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন ইনস্টলেশনও পরিদর্শন করেন। জেনারেল ম্যানেজার নতুন স্টেশন বিল্ডিং, ফুট ওভার ব্রিজ, প্ল্যাটফর্মের পরিকল্পনা এবং যাত্রীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কাজ পরিদর্শন করেন। এছাড়াও তিনি যোগবাণী, আরারিয়া ও পুর্নিয়া স্টেশনে সমস্ত সেফটি পয়েন্ট ও বিভিন্ন চলমান স্টেশন উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ পরিদর্শন করেন। জেনারেল ম্যানেজারের এই পরিদর্শনের লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতির পর্যালোচনা করা, বিভিন্ন স্থানের সুবিধাগুলির মূল্যায়ন করা, আধিকারিকদের সাথে বার্তালাপ করা এবং অঞ্চলটিতে পরিকাঠামোমূলক উন্নয়ন এবং ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা। চলমান কাজগুলি সম্পর্কে তাঁর ইতিবাচক মূল্যায়নে যাত্রীদের নিরাপদ, দক্ষ এবং আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের যে একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা রয়েছে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

৩টি বন্দে ভারত ট্রেনের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী, বললেন বিকাশ যাত্রায় যুক্ত হল নতুন অধ্যায়

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার ৩টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রার সূচনা করেছেন। দুপুরে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে মেরঠ-লখনউ, মাদুরাই-বেঙ্গালুরু এবং চেন্নাই-নাগেরকয়েল এই তিনটি রুটের বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রা শুরুর সংকেত দিয়েছেন তিনি। মেক ইন ইন্ডিয়া এবং আত্মনির্ভর ভারত গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে এই নতুন তিনটি ট্রেন উত্তর প্রদেশ, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক এই তিন রাজ্যের মানুষের সামনে বিশ্ব মানের সফর, গতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ এনে দেবে। ৩টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রার সূচনা করার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আজ উত্তর থেকে দক্ষিণে দেশের বিকাশ যাত্রায় একটি নতুন অধ্যায় যুক্ত হচ্ছে, আজ থেকে মেরঠ-লখনউ, মাদুরাই-বেঙ্গালুরু এবং চেন্নাই-নাগেরকয়েলের মধ্যে বন্দে ভারত ট্রেন পরিষেবা শুরু হচ্ছে। এই সম্প্রসারণ আমাদের বিকশিত ভারত-এর দৃষ্টিভঙ্গিতে নিয়ে যাচ্ছে...এই তিনটি নতুন বন্দে ভারত ট্রেন গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক শহরগুলিকে সংযুক্ত করবে...মন্দির শহর মাদুরাই এখন আইটি শহর বেঙ্গালুরুর সঙ্গে সংযুক্ত হবে।'প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'বিকশিত ভারতের লক্ষ্য অর্জনের জন্য, দক্ষিণের রাজ্যগুলির দ্রুত উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ ভারতে প্রচুর প্রতিভা, বিপুল সম্পদ এবং সুযোগ রয়েছে। তাই, তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটক সহ সমগ্র দক্ষিণের উন্নয়ন আমাদের সরকারের জন্য অগ্রাধিকার।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'এখন উত্তর প্রদেশ এবং বিশেষত পশ্চিম উত্তর প্রদেশের লোকজন মেরঠ-লখনউ রুটে বন্দে ভারত ট্রেনের মাধ্যমে সুসংবাদ পেয়েছেন। মেরঠ এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশ বিপ্লবের ভূমি। এই অঞ্চল উন্নয়নের এক নতুন বিপ্লবের সাক্ষী হল। বন্দে ভারত আধুনিক ভারতীয় রেলের নতুন মুখ। উচ্চ-গতির ট্রেনের আবির্ভাব মানুষকে তাঁদের ব্যবসা, কর্মসংস্থান এবং নিজেদের স্বপ্ন সম্প্রসারণ করার আত্মবিশ্বাস দেয়। এখন সমগ্র দেশে ১০২টি বন্দে ভারত রেল পরিষেবা চলছে।'

আধুনিক রেল পরিকাঠামো বিকশিত ভারতের স্বপ্নের শক্তিশালী স্তম্ভ : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি.স.) : আধুনিক রেল পরিকাঠামো বিকশিত ভারতের স্বপ্নের শক্তিশালী স্তম্ভ। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার ভার্চুয়ালি তিনটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ট্রেনের যাত্রার সূচনা করার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'রেললাইন দ্বিগুণ করা হোক, বিদ্যুতায়ন হোক, নতুন ট্রেন চালানো হোক অথবা নতুন রুট নির্মাণ হোক... এসবের কাজ চলছে দ্রুত গতিতে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'রেলপথ, সড়কপথ এবং জলপথে শক্তিশালী পরিকাঠামো একটি দেশের শক্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এতে দেশের নাগরিকদের শক্তি বাড়ে। যেহেতু ভারত নিজস্ব আধুনিক পরিকাঠামোর বিকাশ অব্যাহত রেখেছে, তাই দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের ক্ষমতায়ন হচ্ছে।'ভারতীয় রেলের আধুনিকীকরণ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ভারত নিজস্ব রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে একটি রূপান্তর প্রত্যক্ষ করছে, এমনকি ছোট স্টেশনগুলিকে বিমানবন্দরের মতো আধুনিক সুবিধাগুলিতে আপগ্রেড করা হচ্ছে। এটি "ভ্রমনের সহজতা" বাড়ায়, সংযোগ আরও বাড়িয়ে তোলে।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বিগত ১০ বছরে ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। বিগত বছরগুলিতে, রেলওয়ে নিজস্ব কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে কয়েক দশকের পুরনো সমস্যা সমাধানের আশা জাগিয়েছে। তবে এই পথে আমাদের এখনও অনেক দূর যেতে হবে। আমরা থামব না যতক্ষণ না ভারতীয় রেল দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত সকলের জন্য আনন্দদায়ক ভ্রমণের গ্যারান্টি হয়ে ওঠে।'

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA: TRIPURA
PNIe-T- No: 08/EE/DIV-I/AMC/2024-25 Dated: 29/08/2024

Notice inviting e- tender

The Executive Engineer, PW DIV-I, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

Sl No	DNIET No	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	D.N.I.E.T No. 19/ EE/DIV-I/AMC/ 2024-25	Rs. 18,34,916	Rs. 36,698	30(Thirty) days

1. Last date and time for document downloading / bidding: 04-09-2024 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs
2. Time and date of opening of bid: 04-09-2024 at 16.00 Hrs (if possible)
3.Bid forms and other details can be obtained from websitehttps://tripuratenders.gov.in

(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
PW Division- I,
Agartala Municipal Corporation.

ছত্তিশগড়ে চিতাবাঘের হামলায় মৃত্যু ৩ বছরের শিশু কন্যার

ধামতরী, ৩১ আগস্ট (হি.স.) : ছত্তিশগড়ের বনাঞ্চলের নাগরী ব্লকের ধাউরভাথা গ্রামে চিতাবাঘের হামলায় মৃত্যু হয়েছে ৩ বছরের এক শিশু কন্যার। এই ঘটনার পরেই চিতা বাঘটি শুক্রবার রাতে একজন বৃদ্ধকে তার খাট থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে হামলা চালায়, গুরুতর আহত সেই বৃদ্ধ। এই ঘটনায় গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বন বিভাগের কর্মচারী ও পুলিশ মোতায়েন রয়েছে গ্রামে। বন দফতর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার সন্ধ্যায় ধাউরভাথা গ্রামে নেহা নামের একটি শিশু বাড়ির উঠানে খেলছিল, সেই সময় একটি চিতাবাঘ তাকে আক্রমণ করে। গলায় গুরুতর আঘাতের কারণে ঘটনাস্থলেই মেয়েটির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে গ্রামে পৌঁছয় বন দফতরের কর্মীরা। তদন্তের পর, পুলিশ এবং বন বিভাগের কর্মীরা মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় ২০০ মিটার দূরে রাস্তায় চিতাবাঘটিকে দেখা যায়। গাড়ি দেখে চিতা বাঘটি পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ওইদিন আবার রাত ১১টা থেকে ১২টার দিকে বাড়ির খাটের ওপর ঘুমিয়ে থাকা বৃদ্ধ বুধরাম কামারের ওপর হামলা চালায় চিতাবাঘ। বৃদ্ধকে চেপে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পরিবারের সদস্যদের চিৎকার করতে দেখে চিতাবাঘটি বৃদ্ধকে ফেলে পালিয়ে যায়। চিতাবাঘের আক্রমণে বুধরাম কামার মাথায় গুরুতর আঘাত পান। আহতকে পরিজনরা নগরীর সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছেন। ঘটনার খবর পেয়ে বন বিভাগের কর্মকর্তারা আহতকে দেখতে আসেন। একই গ্রামে চিতাবাঘ ক্রমাগত গ্রামবাসীদের উপর হামলা চালিয়ে যাওয়ায় গ্রামবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
O/O THE EXECUTIVE ENGINEER (ELECTRICAL)
DURGA CHOUMUHANI TRIPURA (WEST)
NOTICE INVITING TENDER NO 27(2024-25)

Sealed Tender is invited by the Executive Engineer (Electrical Division), Agartala Municipal Corporation on behalf of The Honourable Mayor, Agartala Municipal Corporation from the resourceful Firms/Agencies/ suppliers and appropriate class of Electrical Enlistment registered with PWD/ TTAADC/MES / CPWD/ Railway/TSECL Other State PWD experienced in similar nature of job, for the following work-

Sl No	Name of work	Estimated Cost Earnest Money	Time for Completion	Last date of selling Last Date of receiving (Upto 3.00 PM)
1	Providing supply and installation of LED Rope light including all accessories and circuit wiring along with panel for beautification of Agartala City from Bijoy Kr. Chow. To Satsangha road and Advisor Chowmohani to kadamtala Road under Agartala Municipal Corporation	Rs. 3,12,310.00 Rs. 6,246.00	10(Ten) Days	06/09/2024 09/09/2024

Details of work in the form of "Schedule of Work" and general / special terms & conditions can be seen in the c. ice of the undersigned on any working day in between 10.00 AM to 5.00 P.M. up to 06-09-2024

(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer
(Electrical Division)
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
O/O THE EXECUTIVE ENGINEER (ELECTRICAL)
DURGA CHOUMUHANI TRIPURA (WEST)
NOTICE INVITING TENDER NO 26(2024-25)

Sealed Tender is invited by the Executive Engineer (Electrical Division), Agartala Municipal Corporation on behalf of The Honourable Mayor, Agartala Municipal Corporation from the resourceful Firms/Agencies/ suppliers and appropriate class of Electrical Enlistment registered with PWD/TTAADC/MES / CPWD/ Railway/TSECL Other State PWD experienced in similar nature of job, for the following work-

Sl No	Name of work	Estimated Cost Earnest Money	Time for Completion	Last date of selling Last Date of receiving (Upto 3.00 PM)
1	Providing supply and installation of LED Rope light including all accessories and circuit wiring along with panel for beautification of Agartala City from AK Road to Dashamighat I.e Joynagar middle Road under Agartala Municipal Corporation	Rs.2,15,880.00 Rs.4,318.00	10(Ten) Days	06/09/2024 09/09/2024

Details of work in the form of "Schedule of Work" and general / special terms & conditions can be seen in the c. ice of the undersigned on any working day in between 10.00 AM to 5.00 P.M. up to 06-09-2024

(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer
(Electrical Division)
Agartala Municipal Corporation

বিজওয়াড়ায় প্রবল বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ল বাড়ি; মৃত্যু এক মহিলা, আহত ৩ জন

বিজওয়াড়া, ৩১ আগস্ট (হি.স.): অন্ধ্রপ্রদেশের বিজওয়াড়ায় প্রবল বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ল একটি বাড়ি। বাড়ি ভেঙে কমবেশি আহত হয়েছেন ৪ জন, এছাড়াও এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ ও দমকল জানিয়েছে, ভারী বৃষ্টিপাতের মধ্যেই শনিবার বিজয়ওয়াড়ার মোগলরাজাপুরমে একটি বাড়ি ভেঙে ৪ জন আহত হন, পরে এক মহিলার মৃত্যু হয়। ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়া ৬ জনকে উদ্ধার করেছে উদ্ধারকারী দল।পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার ভোররাতে পাহাড়ের চূড়া থেকে একটি পাথর পড়ার পর এই ঘটনা ঘটে। এতে মৃত্যু হয়েছে ২৪ বছর বয়সী এক মহিলার। দুই মহিলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং স্থিতিশীল রয়েছেন। আমরা সেখানে আরও দুই সদস্যকে খুঁজছি। তাঁরা সম্ভবত ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন।

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
PNIT No. 07/EE/PWD(R&B)/KMP/DIV/2024-25

The Executive Engineer, PWD(R&B), Kamalpur Division, Kamalpur, Dhalai, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

1. DNIT No: 15/EE/PWD(R&B)/KMP/DIV/2024-25
Estimated Cost: 24,17,051.00 Bid Fee: 1,000.00
2. DNIT No: 16/EE/PWD(R&B)/KMP/DIV/2024-25
Estimated Cost: 24,20,684.00 Bid Fee: 1,000.00
3. DNIT No: 17/EE/PWD(R&B)/KMP/DIV/2024-25
Estimated Cost: 23,87,503.00 Bid Fee: 1,000.00
4. DNIT No: 18/EE/PWD(R&B)/KMP/DIV/2024-25
Estimated Cost: 23,78,865.00 Bid Fee: 1,000.00
5. DNIT No: 19/EE/PWD(R&B)/KMP/DIV/2024-25
Estimated Cost: 23,88,436.00 Bid Fee: 1,000.00
6. DNIT No; 20/EE/PWD(R&B)/KMP/DIV/2024-25
Estimated Cost: 22,19,101.00 Bid Fee: 1,000.00
7. DNIT No: 21/EE/PWD(R&B)/KMP/DIV/2024-25
Estimated Cost: 24,26,421.00 Bid Fee: 1,000.00
8. DNIT No: 22/EE/PWD(R&B)/KMP/DIV/2024-25
Estimated Cost: 18,84,007.00 Bid Fee: 1,000.00
9. DNIT No: 23/EE/PWD(R&B)/KMP/DIV/2024-25
Estimated Cost: 23,99,615.00 Bid Fee: 1,000.00
10.Last date & time for online Bidding: 05/09/2024 upto 3:00 PM

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/1350/24

Executive Engineer,
Kamalpur Division, PWD(R&B),
Kamalpur, Dhalai, Tripura.

অঘটনের ইউএস ওপেন ! আলকারাজের পর এবার হারলেন জোকোভিচ !

নিউইয়র্ক, ৩১ আগস্ট (হি.স.): ইউএস ওপেনে গতকাল হেরেছিলেন অলকারাজ। শনিবার ইউএস ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডেই শেষ হয়ে গেল নোভাক জোকোভিচের যাত্রা। অ্যালেক্সি পপিরিনের বিরুদ্ধে হেরে গেলেন ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক। তিনি হারলেন ৬-৪, ৬-৪, ২-৬, ৬-৪এ।এই বছরে তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যামে সাক্ষাৎকার হয়েছিল

Corrigendum

With reference to the letter vide No.16(161)/For-Dev/CC/2022-23/part/10796 dated 17/08/2024 under State Forest Development Agency, Govt. of Tripura. This is for information to all concerned that, the last date of submission of applications has been extended to 07/09/2024, all other terms and conditions shall remain unchanged and subsequent corrigendum shall be available in (https://forest.tripura.gov.in/) only.

ICA/C/ 1354/24

(Sanjib Das IFS)
Director, Procurement
ELEMENT Project,
Tripura

NOTICE INVITING TENDER (NIT) NO: 09/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2024-25, Dt 29.08.2024
Tripura PWD Form - 6

The Executive Engineer, Agartala Division No.III, PWD(R&B), Agartala, Tripura West on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following works:-

SL NO	DNIT NO. OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	20/EE/Divn.III/PWD(R&B)/ 2024-25	₹24,01,165.00	₹48,023.00	90 (ninety) Days	Up to 3.00 P.M. On 10.09.2024	At 4.00 P.M. on 10.09.2024 (if Possible)
2	21/EE/Divn.III/PWD(R&B)/ 2024-25	₹23,16,699.00	₹46,334.00	90 (ninety) Days		
3	22/EE/Divn.III/PWD(R&B)/ 2024-25	₹24,14,125.00	₹48,283.00	90 (ninety) Days		
4	23/EE/Divn.III/PWD(R&B)/ 2024-25	₹24,23,649.00	₹48,473.00	90 (ninety) Days		
5	24/EE/Divn.III/PWD(R&B)/ 2024-25	₹24,19,885.00	₹48,398.00	90 (ninety) Days		
6	25/EE/Divn.III/PWD(R&B)/ 2024-25	₹24,15,708.00	₹48,314.00	90 (ninety) Days		

Notes:-
1. All the above-mentioned online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
2. All the above-mentioned date & time are as per server clock date & time of e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/ 1346/24

For and on behalf of the Governor of Tripura.
(Er. M. Debnath) Executive Engineer
Agartala Division No.III, PWD(R&B) Agartala, West Tripura.

No. 8778/F. 4(10)/TENDER/ESTATE/PROC/2020,
NOTICE INVITING TENDER
Dated 29/08/2024.

On behalf of the "Governor of Tripura" Superintendent of Police (Procurement), A.D. Nagar, Agartala, West Tripura invites sealed tender(s) in 1(one) bid system from the Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Contractors / Firms /Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/CPWD for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF TENDER	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER	PLACE OF SALE OF TENDER DOCUMENTS	CLASS OF TENDERER
1	Maintenance of Govt. residential quarter D/09, Type-IV at A.D. Nagar Police Quarter Complex under SP (Proc) office, Agartala Tripura West.	Rs.1,83,586/-	Rs. 3,672/-	30 (thirty) days.	Up to 1600 Hrs on 25-09-2024	At 1700 Hrs on 25-09-2024	O/O the Supdt. of Police (Procurement), A.D. Nagar, Agartala, Tripura West.	Appropriate class.

ICA/C-1335/24

Supdt. of Police(Procurement)
Tripura Agartala.

NOTICE INVITING TENDER

(NIT) PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-32/EE/RD/KGT/DIV/2024-25 dt:27.08.2024
The Executive Engineer, RD Kumarghat Division, R.D Department,, Kumarghat, Unakoti Tripura on behalf of the 'Government of Tripura', invites online percentage/Item rate e-tender in Single/Two bid system in Tripura PWD Form No. 7 from the eligible Central State public sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors /Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway / Govt. Organization of other State Central for the following work/s:-

Serial No	Name of the work	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	COST OF TENDER FORM	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR e-bidding	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF TENDERER
1.	Constn. Of CDPO Office Bldg. at Kailashahar District Head Quarter ICDS Project located near Chandipur RD Block office (3rd Call) DNIeT No: eDT-08/SE/RDC-3/KGT/DIV/2023-24 Dt 04/03/2024	Rs. 1,24,93,357.00	Rs. 2,49,867.00	Rs. 4,000.00	365 Days	Up to 11.00 AM on 17.09.2024	At 12.00 PM on 17.09.2024	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate class

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in.

ICA/C/ 1340/24

(Er. Laxman Das)
Executive Engineer
RD Kumarghat Division
Kumarghat, Unakoti Tripura

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

কটিচক্রাসন করলে পিঠের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবেন

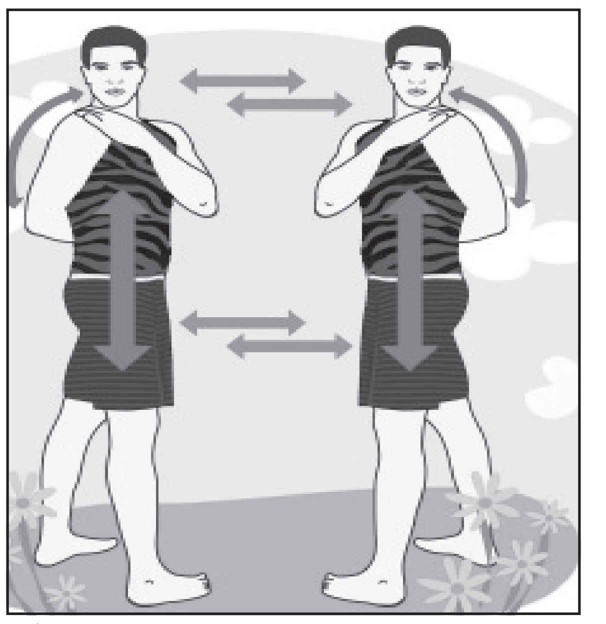

দুর্গাপুজোর আগে ভিড় জমতে শুরু করে শহরের ছোট-বড় জিমগুলিতে। কেউ রোগা হওয়ার আশায়, কেউ আবার শুধুমাত্র ফিট হতেই ভর্তি হচ্ছেন জিমে। তবে অফিসের ব্যস্ততার কারণে কিংবা সংসারের হাজার কাজ সামলে অনেকেই জিমে ভর্তি হতে পারেন না। এ দিকে, পুজোর আগে একটু ফিট না হলেই নয়। বাড়িতে আধ ঘণ্টা সময় বার করে যোগাসন অভ্যাস করুন। কেবল রোগা হতেই নয়, শরীরের নানা সমস্যার সমাধান কিন্তু দূর হতে পারে নিয়ম করে যোগাসন করলে। সঠিক নিয়ম মেনে যোগাসন করলে তবেই মিলবে ফল। পুজোর আগে শরীর চাঙ্গা রাখতে কোন কোন আসন অভ্যাস করতে পারেন, খোঁজ নিল আনন্দবাজার অনলাইন। রইল আসন আসান করার পদ্ধতির হদিস। আজকের আসন কটিচক্রাসন।

এই আসনে শিরদাঁড়া টান টান রেখে নিজের কক্ষপথে কোমর ঘোরাতে হয়। টুইস্টিং আসনের মধ্যে কটিচক্রাসন সরলতম। “কটি” শব্দের অর্থ কোমর। ”চক্র” শব্দের অর্থ চাকার মত ঘূর্ণন বা গোল হয়ে ঘোরা। সনাতন তিনটি দাঁড়ানো আসনের মধ্যে এটি তৃতীয় (তাড়াসন, তির্যক তাড়াসন ও কটিচক্রাসন)।

কী ভাবে করবেন?

১) ম্যাটের ওপর সোজা হয়ে দুই পা ফাঁক করে দাঁড়ান। দুই পায়ের দুরত্ব যেন কাঁধ বরাবর হয়। হাত পাশে ঝুলিয়ে রাখুন। এ বারে চোখ বন্ধ করে শরীর শিথিল করুন। ধীরে ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিন। এ বারে চোখ খুলুন।

দু'হাত কাঁধ বরাবর সোজা করে দু'পাশে ছড়িয়ে দিন, হাতের তালু যেন মেঝের দিকে থাকে।

তার পর নিশ্বাস ছেড়ে ডান হাত ভাঁজ করে বাঁ কাঁধে রাখুন ও কোমর বাঁ দিকে ঘোরান। এই অবস্থায় বাঁ হাত কোমরের পিছন দিক থেকে ডান দিকে বার করে রাখুন।

এই ভঙ্গিতে বাঁ কাঁধের দিকে তাকান। খেয়াল রাখবেন, পা যেন মাটি থেকে কোনও ভাবে উঠে না পড়ে। এই অবস্থায় কিছু ক্ষণ থাকুন। ব্যায়ামটি করার সময় শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখুন।

এর পর শুরুর অবস্থায় ফিরে আসুন। অর্থাৎ হাত কাঁধের পাশে ছড়িয়ে রাখুন।

একই ভাবে ডান দিকে ঘুরে ব্যায়ামটি অভ্যাস করুন। অর্থাৎ বাঁ হাত ডান কাঁধে রেখে ডান দিকে কোমর ঘোরান ও ডান কাঁধের দিকে দৃষ্টি রাখুন। এই সময় অনুভব করবেন, একই সঙ্গে আপনার ঘাড়ও ঘুরে যাচ্ছে।

দু”দিকে ঘোরার পর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস নিন। এক রাউন্ড সম্পুর্ণ হল। এই ভাবে ৫-৭ রাউন্ড অভ্যেস করতে হবে।

সতর্কতা: গোড়ালি, নিতম্ব, শ্রোণি, পাঁজরের হাড়, মেরুদণ্ড, কাঁধ, ঘাড়, বাহু এবং কাঁধে কোনও রকম চোট-আঘাত লাগলে কিংবা এই সব অঙ্গের পেশি, লিগামেন্ট বা টিস্যুতে কোনও রকম আঘাত লাগলে বা অস্ত্রোপচার হলে এই ব্যায়ামটি না করাই ভাল।

কেন করবেন আসনটি?

এই আসনটি নিয়ম করে অভ্যাস করলে পিঠের আড়ষ্ট ভাব কমবে একই সঙ্গে যন্ত্রণা থেকেও মুক্তি পাবেন। এ ছাড়া কোমরের ও নিতম্বের মেদ ঝরবে ও পেটের পেশির টোনিং হবে। হাঁপানির সমস্যা থাকলেও এই ব্যায়াম করলে উপকার পাওয়া যায়। কার্ডিয়োভাসকুলার রোগের ঝুঁকি কমাতেও এই ব্যায়াম বেশ উপকারী। কটি চক্রাসন করলে শরীর চাঙ্গা থাকে, শরীরে শক্তি আসে।

ভাতের সঙ্গে প্রথম পাতে রাখুন করলা

প্রথম পাতে তেঁতো রাখার চল বাঙালিদের মধ্যে পুরনো। কিন্তু এই তেঁতো স্বাদের জন্য অনেকেই করলার তৈরি পদ খেতে পছন্দ করেন না। তবে, স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখতে হলে আপনাকে তেঁতোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেই হবে।

ডায়াবেটিসের রোগীদের করলা খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। তেঁতো স্বাদ হলেও করলা ইনসুলিন হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

এতে রক্তে শর্করার মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে থাকে। কিন্তু সুগার লেভেল ঠিক রাখা ছাড়াও এই সবজির আরও গুণ রয়েছে। প্রতিদিন করলা সেদ্ধ কিংবা করলা জুস পান করে আপনি ওজনও কমাতে পারেন। এই সবজি আপনার মেটাবলিক হার বাড়ায় এবং এতে ক্যালোরির পরিমাণ কম এবং ফাইবারের পরিমাণ বেশি। এতে হজম স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং ওজন কমানো সহজ হয়। করলা পুষ্টির ভাণ্ডার। এই সবজির মধ্যে ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, পটাশিয়াম, ফোলেট ও আয়রন রয়েছে। তাই রোজ করলা খেলে আপনার দেহে পুষ্টি ঘাটতি তৈরি হবে না। পাশাপাশি বাড়বে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে পরিপূর্ণ করলা। এতে ফ্ল্যাভনয়েড ও পলিফেনল নামের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা অক্সিডেটিভ চাপ কমিয়ে আপনাকে দীর্ঘস্থায়ী রোগের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখে। এতে আপনি রোগমুক্ত জীবন কাটাতে পারেন। ফাইবার থাকায় করলা খেলে হজম স্বাস্থ্য ভাল থাকে। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দেখা দেয় না। পাশাপাশি এটি অন্ত্রের ভাল ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি সাহায্য করে। তাই পেটের গণ্ডগোল রুখতেও আপনি করলা খেতে পারেন। করলা ডায়াবেটিসের পাশাপাশি কোলেস্টেরলের রোগীদের জন্যও উপযোগী। এই সবজি খেলে আপনার রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং সহজেই হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে পারবেন।

প্রতিদিন করলার রস পান করলে এটি দেহে জমে থাকা সমস্ত দূষিত পদার্থ বেরিয়ে যায়। এতে লিভারের পাশাপাশি ত্বকও ডিটক্সিফাই হয়। এতে ত্বকও সুস্থ থাকে এবং আপনি ব্রণ, ফুসকুড়ির মতো সমস্যা থেকেও দূরে থাকতে পারেন।

অনলাইনে পুজোর কেনাকাটার করার আগে কোন ভুলগুলি এড়িয়ে চলবেন?

ব্যস্ততার চাপে পুজোর কেনাকাটা করার জন্য সময় বার করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। হাতে আর মাসখানেকও সময় বাকি নেই। শেষ মুহূর্তে তাই অনলাইনেই ভরসা। অনলাইনে জিনিসপত্র কেনা সময় বাঁচায় ঠিকই, প্রায় সারা বছর জুড়েই বিভিন্ন সাইটে চলে অফার। সেই অফারের জন্যও অনেকেই দোকানে গিয়ে কেনাকাটা না করে অনলাইনেই পোশাক কেনেন। অনলাইনে কাপড়ের মান খারাপ এসেছে, এমনও অভিযোগ করেন কেউ কেউ। অনলাইনে জামাকাপড় কিনে ফের বদলানোর ঝঞ্ঝাটেও পড়তে হয় অনেক সময়। তবে কিছু নিয়ম ও সাবধানতা মেনে অনলাইনে পোশাক কিনলে বদল করার ঝঞ্ঝাট বা ঠকে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

১) রিভিউ পড়ুন: পছন্দ হল আর কিনে ফেললেন, এমন ভুল করবেন না। যে পোশাকটি কিনছেন, রিভিউ বিভাগে গিয়ে তার সম্পর্কে অন্যান্য ক্রেতাদের মতামত আগে পড়ে নিন। কেবল নকশা বা চটকদার রং দেখেই মজে যাবেন না। ভাল ও খারাপ বলে দেগে দেওয়ার জন্য বেশ কিছু স্টার মার্কিং থাকে। কোনও পোশাক কতগুলো স্টার মার্ক পেল ও তার ব্যাখ্যায় কী কী লেখা তা ভাল করে পড়ে নিন। অনেক সময় পোশাকটির আসল ছবিও ক্রেতা আপলোড করেন, সেটিও দেখে নিন।

২) দরদাম: অনলাইট কেনাকাটায় সরাসরি দরদাম করতে পারবেন না ঠিকই, তবে এক একটি পোশাকের দাম এক একটি ওয়েবসাইটে এক এক রকম হয়। ওই রকম পোশাকের বা নির্দিষ্ট ওই পোশাকটির দাম অন্য সাইটে কত তা যাচাই করে নিতে ভুলবেন না। অফার চললেও এই যাচাইটুকু প্রয়োজন। ৩) শিপিং চার্জ: অনেক সময় দেখা যায় পোশাকের দাম কম রাখলেও ডেলিভারি চার্জ বা শিপিং চার্জে বেশি টাকা চেয়ে বসে ওয়েবসাইটগুলি। এগুলোকে বলে “হিডগ চার্জ”। শেষে দেখা যায়, দাম কম হলেও ডেলিভারি ও শিপিং চার্জ মিলিয়ে হয়তো অনেকটা বেড়ে গেল পোশাকের দাম। কাজেই সে বিষয়টিও নজরে রাখুন।

৪) বদল: যে সাইট থেকে জিনিস কিনছেন তাদের বদলের নিয়ম ও সময়সীমা সম্পর্কে আগেই খোঁজখবর নিন।

৫) অফার: যে সাইট থেকে পোশাক কিনছেন, তারা বিশেষ কোনও অফার দিচ্ছে কি না সে সম্পর্কে খোঁজ নিন। পুজোর আগে বেশ কিছু ওয়েবসাইটে অনেক রকম অফার চলে, তাই কেনার আগে বিভিন্ন ওয়েবসাইট তুলনা করে নিতে ভুলবেন না যেন।

টাইট জিনস পরেন? হতে পারে ভয়ঙ্কর বিপদ

টাইট জিনস পরা আজকাল ফ্যাশন সিম্বল হয়ে উঠেছে। ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি এই ধরনের জিনস পরে থাকেন। অফিস কিংবা অন্যত্র, টাইট জিনস বেছে নেনে তাঁরা। দেখতে ভাল লাগলেও এই ফ্যাশনই আপনাকে ঠেলে দিতে পারে বিপদের দিকে। অবাক হচ্ছেন তো? তবে এটাই সত্যি। আঁটোসাঁটো জিনসেই বাড়ছে বিপদ। হচ্ছে একাধিক স্বাস্থ্যের সমস্যা। তাই সতর্ক হতে হবে। জানুন কী ক্ষতি করছেন শরীরের

পিঠে ব্যথা: এই ধরনের জিনস পরলে অনেক সমস্যা হতে পারে। এই সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম হল কোমরে ব্যথা। টাইট জিনস পরার কারণে হিপ জয়েন্ট এবং মেরুদণ্ডে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে. ফলে তীব্র ব্যথা শুরু হয়। এটিকে সাধারণ ব্যথা বলে অনেকসময়ই এড়িয়ে যায় মানুষ। তারা বুঝেই উঠতে পারেন না যে, জিনসের কারণে এই সমস্যা হচ্ছে।

জরায়ু সংক্রমণ:- টাইট জিনস পরার ফলে অনেক মহিলার অল্প বয়সেই জরায়ু সংক্রমণ হতে পারে। এক্ষেত্রে মহিলারা প্রাথমিক পর্যায়ে এই সংক্রমণ সম্পর্কে খুব একটা সচেতন নন। যদি সময়মতো জরায়ু সংক্রমণের চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে মহিলাদের পরবর্তীতে মা হতে অসুবিধা হতে পারে। এ জন্য ঢিলেঢালা জিনস পরাই ভাল।

পেশীর দুর্বলতা:- টাইট জিনস পরার কারণে তলপেটের এবং কোমরের পেশী ধীরে-ধীরে দুর্বলহয়ে পড়ে। টাইট জিন্স, শরীরের সঙ্গে এমনভাবেই চেপে বসে থাকে যে, হাড় এবং জয়েন্টগুলির নাড়াচড়ায় সমস্যা তৈরি হয়। এ কারণে পিঠ ও কোমর ছাড়াও পায়ে ব্যথা হয়। এবং ক্রমে পেশী দুর্বল হতে থাকে।

ত্বকে চুলকানি এবং জ্বালা:-দীর্ঘ সময় ধরে টাইট বা ফিটিং জিনস পরলে কখনও কখনও ত্বকে তীব্র চুলকানি এবং জ্বালাপোড়ার সমস্যা হতে পারে। কারণ টাইট জিনস পরলে অনেকসময়ই গোপনাঙ্গে বায়ু চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ঘাম হয়, কিন্তু সেই ঘাম শুকোয় না। এ কারণে ত্বকে তীব্র চুলকানি ও জ্বালাপোড়ার সমস্যা দেখা দেয়। শুধু তাই-ই নয়, টাইট জিন্স পরা মহিলাদের মধ্যে ভালভাডিনিয়ার ঝুঁকি দেখা দেয়।

এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিৎসা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

এক চিমটে সৈন্ধব লবণেই মুখে লাবণ্য ফিরবে

স্বাদমতো নুন ছাড়া, যে কোনও খাবারই বিস্বাদ ঠেকে। কিন্তু রান্নায় ব্যবহৃত সেই নুন দিয়েই ত্বকের চর্চা হবে!

সৈন্ধব লবণ। রকমারি খনিজে পরিপূর্ণ এই নুন খাদ্যে ব্যবহার করতে বলেন পুষ্টিবিদ ও চিকিৎসকরা। তার কারণ, বাজারচলতি সাদা নুনের চেয়ে এর পুষ্টিগুণ বেশি। সেই সৈন্ধব লবণই এখন ব্যবহার হচ্ছে ত্বকের যত্নে, মুখে লালিত্য ফেরাতে।

কিন্তু কী ভাবে?

সৌন্দর্য নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁরাই বলছেন, ১ চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ সৈন্ধব লবণ তামার পাত্রে রাতভর ভিজিয়ে রেখে সকালে সেই জল দিয়ে মুখ ধুলেই লাবণ্য ফিরবে। ত্বক হয়ে উঠবে উজ্জ্বল। সপ্তাহে মাত্র এক দিন ব্যবহার করলেও রুক্ষ, শুষ্ক ত্বকে প্রাণ ফিরবে। কিন্তু এ কি জাদু! সত্যি কি সম্ভব? ত্বকের চিকিৎসকেরা বলছেন, সৈন্ধব লবণ মেশানো এই জলকে বলা হয় ‘‘সো-লে’’। এতে থাকে ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম, আয়রন-সহ নানাবিধ খনিজ। খনিজ মিশ্রিত এই জল ত্বকের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। এই জল কতটা কার্যকরী?

নুনের গুণে ত্বকের যত্ন

১. সৈন্ধব লবণ শুধু ত্বকে লেগে থাকা তেল, ময়লা, ধুলো পরিষ্কার করে না, শরীর থেকে টক্সিন বার করতেও কাজ করে। নুনের গুণে ব্যাক্টিরিয়া, জীবাণু দূরে থাকে। ছোটখাটো সংক্রমণও ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা রাখে এই নুন-জল।

২. নুনের দানা ত্বকের মৃত কোষ সরাতে সাহায্য করে। এটি অত্যন্ত ভাল প্রাকৃতিক স্ক্রাব। মৃত কোষ সরলেই ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পাবে। ৩. ত্বকে পিএইচের মাত্রা বজায় রাখতেও সাহায্য করে নুন জল। এই মাত্রা ঠিক থাকলে ত্বক হবে ঝকঝকে, কোমল।

৪. ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতেও সাহায্য করে সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত জল। এতে থাকা সোডিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালশিয়ামে সমৃদ্ধ জল যেমন ত্বক থেকে দূষিত উপাদান বার করতে সাহায্য করে তেমনই ত্বককে আর্দ্রতা জোগায়, পিএইচের ভারসাম্য বজায় রাখে।

সাবেক না পশ্চিমি, পুজোয় কেমন করে সাজবেন ছেলেরা?

মেয়েদের সাজগোজ নিয়ে যতটা চর্চা হয়, পুরুষেরা সেখানে খানিকব্রাত্যরই বলা চলে। ছেলেদের পুজোর সাজ মানেই নতুন কিছু টি-শার্ট আর ডেনিম। খুব বড়জোর পায়জামা-পাঞ্জাবি। পুজোর দিনগুলো একটু অন্য রকম কিছু বেছে নিলে মন্দ লাগবে না। তবে সনাতনী সাজ মানেই একঘেয়ে পাঞ্জাবি নয়। তাতেও বৈচিত্র থাকতে পারে।

পাড়ার প্যান্ডেলে যে ছেলেটি অঞ্জলির ফুল বিতরণ করছে বা বিসর্জনে ধুনুচি হাতে তুলে নিচ্ছে সে-ও নজর কাড়তে পারে সহজেই। শুধু চাই ঠিক পোশাক নির্বাচন।

শর্ট আফগানি স্টাইলের কুর্তার সঙ্গে ধোতি প্যান্টস পরতে পারেন। বন্ধগলার সঙ্গে চুড়িদারও ভাল দেখাবে। ছিমছাম পাঞ্জাবির উপর খাদি জ্যাকেট চাপিয়ে নিলেই সাজ অন্য রকম হয়ে যাবে। একটু জমকালো সাজের জন্য পাঞ্জাবির উপর লেয়ার করে পরতে পারেন লং জ্যাকেটও। পুজোর সাজে নতুনত্ব না থাকলে কি আর চলে? তাই একই প্যাস্টেল শেডের রং না বেছে, বরং বেগনি, পেস্তা সবুজ, অ্যাকোয়া নীল রংও বেছে নিতে পারেন ছেলেরা।

ছেলেদের পোশাকেও এখন জামদানি কাজ লক্ষ করা যাচ্ছে। একটু খুঁজলেই ডিজাইনার পোশাক পেয়ে যাবেন। ডেনিম, পাজামার যুগে ধুতি পরার চল সে ভাবে এখন কোনও বাঙালিরই নেই। কিন্তু পুজো বলে কথা, তাই ছোট কুর্তা বা পাঞ্জাবির সঙ্গে বিপরীত রঙের ধুতি কিংবা হালকা সুতোর কাজ করা ধুতি পরলে কিন্তু মন্দ লাগবে না। অষ্টমীর সকালের অঞ্জলিটা না হয় ধুতি পরেই দিলেন।

সনাতনী সাজ মানেই একঘেয়ে পাঞ্জাবি নয়। তাতেও বৈচিত্র থাকতে পারে।

নেহাতই ক্যাজুয়াল পোশাক পরতে চাইলে একটা ভাল ফিটেড ডেনিম অবশ্যই রাখবেন শপিং লিস্টে। এখন তো ডিজিটাল প্রিন্টের টিশার্টও পাওয়া যাচ্ছে। একটু খুঁজলেই পেয়ে যাবেন। সাধারণ সাজকেও অন্য রকম করতে টিশার্টের উপর লেয়ার করে পরতে পারেন ক্যাজুয়াল ব্লেজার। লং শার্টের সঙ্গে জোধপুরি প্যান্টস কিন্তু ভাল মানাবে। পাশ্চাত্য পোশাকেও আনতে পারেন নতুনত্বের ছোঁয়া। পুজোয় সাবেক সাজ চাইলে গলাবন্ধ শেরওয়ানি রাখতেই পারেন সংগ্রহে। বিয়েবাড়ি বা পারিবারিক কোনও উৎসব-অনুষ্ঠান ছাড়া শেরওয়ানি পরার চল এখন অনেকটা কমে এসেছে। কিন্তু পুজোর কথা আলাদা। শেরওয়ানির সঙ্গে চুড়ি প্যান্ট মন্দ লাগবে না। এখন কটন সিল্কের স্ট্রেটকাট পাঞ্জাবির সঙ্গে পালাজো প্যান্টও পরছেন ছেলেরা। গলায় চাইলে মানানসই স্কার্ফ ঝুলিয়ে নিতে পারেন।

ছেলেদের সাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকসেসরি হল জুতো। সাবেকি পোশাকের সঙ্গে মানানসই কোলাপুরি চপ্পল পরতে পারেন। নাগরাই জুতোও ভাল লাগে। তবে, পুজের ভিড় ঠেলে হাঁটতে হলে একটু আরামদায়ক জুতো পরাই ভাল। ‘‘অক্সফোর্ড শু’’ বা ‘‘সেলর শু’’ রাখতে পারেন সংগ্রহে। কমবয়সিদের এখন পছন্দের তালিকায় আছে বোট শু। পছন্দমতো দামেও পেয়ে যাবেন।

একটু সাহসী সাজ চাইলে কানের দুল বা বিডসের বডি জুয়েলারি পুরুষদের সাজকে অন্য মাত্রা দেবে। ছেলেরা এখন কানে, থুতনিতে পিয়ার্সিংও করাচ্ছেন। চাইলে কানের জন্য ছোট্ট হিরের স্টাড কিনে রাখতেপারেন। কেউ কেউপছন্দ করেন দু'কানে পরতে। তবে কোনটা মানাবে বেশি, তা পোশাক পরার রুচি ও আপনার ব্যক্তিত্বের উপরেই নির্ভর করবে। পোশাকের সঙ্গে ঠিকঠাক একটা ঘড়ি হাতে থাকলে আর কিছুই লাগে না। স্টাইলের দিক থেকে সেরামিক, টাইটেনিয়াম ঘড়ির এখন কদরই আলাদা। পরতে পারেন ডাল ম্যাট ফিনিশ সিলভার ঘড়িও।

চিনির পরিবর্তে খান কোকোনাট সুগার

চিনি বিভিন্ন ধরণের খাবারে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই চিনি বিষের চেয়ে কম কিছু নয়। অতিরিক্ত চিনি খেলে ক্রমে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। অতিরিক্ত চিনি খেলে উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা, ডায়াবেটিস এবং ফ্যাটি লিভারের মতো স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি বাড়ে। তাই বর্তমানে বিশেষজ্ঞরা সাদা চিনির পরিবর্তে এর স্বাস্থ্যকর বিকল্পও বেছে নিতে পরামর্শ দেন।

তা এর জন কী খাবেন?

কখনও নারকেল চিনির কথা শুনেছেন? হ্যাঁ,চিনির স্বাস্থ্যকর বিকল্প হিসাবে নারকেল চিনি বেছে নিতে পারেন। নারকেল গাছের ফুলের রস থেকে এই চিনি তৈরি করা হয়। এই চিনি স্বাস্থ্যের জন বেশ উপকারীও। আসুন জেনে নেওয়া যাক, এই চিনির গুণাগুণ

রক্তে শর্করার মাত্রা:- নারকেল চিনি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এতে রয়েছে ফাইবার। যা রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়তে দেয় না। এই চিনি ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের জন্য খুবই উপকারী। নিয়মিত চিনির পরিবর্তে নারকেল চিনিও ব্যবহার করতে পারেন।

ওজন কমাতে:- নারকেল চিনিতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে। এটা খাওয়ার পর অনেকক্ষণ পেট ভরে যায়। এটি আপনার ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে রাখে।তাই এই বিশেষ চিনি খেলে ওজনও নিয়ন্ত্রণে থাকে। কম প্রক্রিয়াজাত চিনি: নারকেল চিনি নিয়মিত সাদা চিনির তুলনায় কম প্রক্রিয়াজাতয। এটি অত্যন্ত পরিশ্রুত তাই নারকেল চিনি স্বাস্থ্যের জন্য ভাল।

নারকেল চিনির পুষ্টিগুণ:- নারকেল চিনিতে ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক, আয়রন এবং পটাসিয়ামের মতো পুষ্টি উপাদান রয়েছে। এই চিনি খাওয়ার ফলে অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতাও পাওয়া যায়। কী সেগুলি? হাইপোগ্লাইসেমিয়া:- এই চিনি হাইপোগ্লাইসেমিয়ার সমস্যা সারাতেও সাহায্য করে। হাইপোগ্লাইসেমিয়ার সমস্যায় কাঁপুনি, মাথা ঘোরা এবং বমি বমি ভাবের মতো উপসর্গ দেখা যায়। এই ধরনের সমসা কমায় নারকেলের চিনি।

রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে:- নারকেল চিনি খেলে রক্ত সঞ্চালনও ভাল হয়। এই চিনি শরীরে আয়রনের ঘাটতিও পূরণ করে। এছাড়া এতে রয়েছে জিঙ্ক, যা চুলের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখে। শুধু তাই-ই নয়, ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ এই চিনি হাঁড় মজবুত করতেও সাহায্য করে। এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিতা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

শরীরের জন্য খুবই উপকারী হল কলা

শরীরের জন্য খুবই উপকারী হল কলা। কলা আমাদের পাচনতন্ত্রকে সুস্থ রাখে আর কলার মধ্যে পুষ্টিও প্রচুর পরিমাণে থাকে। কলার মধ্যে ফাইবারের ভাগ বেশি থাকে। এই ফাইবার জলে দ্রবণীয়। আর এই ফাইবার হজম করতে সুবিধে হয়। ফাইবার থাকে বলে কলা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতেও সাহায্য করে। আর রোজ নিয়ম করে কলা খেলে নিয়মিত মলত্যাগও অনেক সহজ হয়ে যায়। আর কলা প্রোবয়োটিক হিসেবেও কাজ করে, যা অন্ত্রে ভাল ব্যাকটেরিয়া তৈরি করতে সাহায্য করে। আমেরিকান পুষ্টিবিদ এরিন কেনির মতে, ফাইবার ছাড়াও কলায় প্রচুর পরিমাণে ফ্রুক্টুলিগোস্যাকারাইড (এফওএস) থাকে। FOS হল এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট যা আমাদের শরীর হজম করতে পারে না তবে অন্ত্রে ভাল ব্যাকটেরিয়া তৈরি করতে সাহায্য করে। তবে কলা নিয়ম করে খেতে হবে। ২০১১ সালে অ্যানারোব জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণা অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উপর কলার প্রভাব পরীক্ষা করেন। আর সেখানেই দেখা গিয়েছে রোজ কলা খেলে অন্ত্রে বিফিডোব্যাকটেরিয়া এবং ল্যাকটোব্যাসিলির মতো উপকারী ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয়। এতে হজমের সমস্যাও ভাল হয়। ২০১৮ সালে ইউরোপীয় জার্নাল অফ ক্লিনিকাল নিউট্রিশনে প্রকাশিত আরেকটি গবেষণায় আইবিএস সমস্যার উপর গবেষণা করা হয়। এই সমস্যা হলে অন্ত্রে ফোলাভাব, ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্যর সমস্যা হয়। এক্ষেত্রে কলা খেলে অনেকটা সুরাহা হয়।

শনিবার প্রাক্তন আইজি আইন শৃঙ্খলা সৌমিত্র ধরকে অবসর গ্রহণে অভিনন্দন জানিয়েছেন ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন। নিজস্ব ছবি।

এখন মহিলাদের প্রতি অত্যাচার, শিশুদের সুরক্ষা, সমাজের জন্য উদ্বেগের বিষয় : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি.স.): এখন মহিলাদের প্রতি অত্যাচার, শিশুদের সুরক্ষা, সমাজের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই উদ্বেগ প্রকাশ করে একথা বললেন। তিনি বলেছেন, মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য দেশে অনেক কঠোর আইন করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের তা আরও সক্রিয় করতে হবে। মহিলাদের প্রতি অত্যাচার সংক্রান্ত মামলায় যত দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, অর্ধেক জনসংখ্যা তত বেশি নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পাবে।শনিবার দিল্লির ভারত মণ্ডপমে জেলা বিচার বিভাগের দু''দিন ব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'গত ১০ বছরে ন্যায়বিচার সহজলভ্য করতে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছে দেশ। আদালতের আধুনিকীকরণের জন্য মিশন-পর্যায়ের কাজ করা হচ্ছে, যাতে সুপ্রিম কোর্ট এবং বিচার বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আজকের অনুষ্ঠানটিও তার একটি উদাহরণ।প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেছেন, 'বিগত এক দশকে ন্যায়বিচারে বিলম্ব দূর করার জন্য বিভিন্ন স্তরে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা করা হয়েছে। গত ১০ বছরে, দেশ বিচার বিভাগীয় অবকাঠামোর উন্নয়নে প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেছে। মজার বিষয় হল, গত ২৫ বছরে বিচারিক অবকাঠামোতে ব্যয় করা মোট অর্থের ৭৫ শতাংশ শুধুমাত্র গত ১০ বছরে ব্যয় করা হয়েছে।

বি টি রোডে উঠল অবরোধ, এফআইআর-এর কপি দেখে সন্তুষ্ট পড়ুয়ারা

বরাহনগর, ৩১ আগস্ট (হি.স.): ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত অবরোধে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো বি টি রোড, এক পুলিশ কর্মীকে আটকে রেখে চললো বিক্ষোভ। আবারও বিতর্কে জড়ালো সিভিক ভলান্টিয়ার। শনিবার ভোর চারটে থেকে বি টি রোডে অবরোধ শুরু হয়, তা চলে প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা। অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারের নামে এফআইআর করা হয়, সেই এফআইআর কপি দেখার পর অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। এই সময়ে ডানলপের দিক থেকে শ্যামবাজারের দিকে যাওয়ার পথে সিঁথির মোড়ে অবরুদ্ধ ছিল, আবার ডানলপের দিকে যাওয়ার রাস্তাও বন্ধ ছিল।

কেন এই অবরোধ? আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে সিঁথির মোড়ে শুক্রবার রাতে প্রতিবাদ দেখাচ্ছিলেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। গতকাল রাত ১১টা থেকে সিঁথির মোড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু হয়। ভোর চারটা পর্যন্ত এই কর্মসূচি চালু করার কথা ছিল।

মূলত তাঁরা বিচার চেয়ে রাস্তায় নানা ছবি আঁকছিলেন। অভিযোগ, ভোররাত তিনটে নাগাদ এক সিভিক ভলান্টিয়ার তাঁদের ছবির উপর দিয়ে বাইক নিয়ে যায়। তাঁরা ওই সিভিককে আটক করলেও এক কর্তব্যরত সার্জেন্ট সিভিককে সেখান থেকে উদ্ধার করে। এরপর ওই সার্জেন্টকে ঘেরাও করে সিঁথির মোড় অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়। পড়ুয়ারা দাবি করেন, ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের নামে এফআইআর করে তার কপি দিতে হবে। তারপর তাঁরা অবরোধ তোলার সিদ্ধান্ত নেবেন।মত্ত অবস্থায় বাইক নিয়ে ওই সিভিক ভলান্টিয়ার পড়ুয়াদের ব্যারিকেডে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ।

এরপর ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন পড়ুয়ারা। অভিযোগ, কিছু সময় পর এক পুলিশকর্মী (সার্জেন্ট) ঘটনাস্থলে এসে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে ছেড়ে দেন। এতে পড়ুয়াদের ক্ষোভ আরও বেড়ে যায়। ওই পুলিশ কর্মীকেই আটকে রেখে চলে বিক্ষোভ। পরে এফআইআর-এর কপি হাতে পেয়ে রাস্তা থেকে অবরোধ তোলেন পড়ুয়ারা।

ভারতে বিচারপতির সংখ্যার অনুপাত খুবই কম : কপিল সিব্বল

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি.স.): ভারতে বিচারপতির সংখ্যার অনুপাত খুবই কম। বললেন সুপ্রিম কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তথা প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিব্বল। তাঁর কথায়, জেলা ও দায়রা পর্যায়ের রোস্টার অতিরিক্ত চাপে পড়েছে। শনিবার দিল্লির ভারত মণ্ডপমে জেলা বিচার বিভাগের দু''দিন ব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কপিল সিব্বলও।জেলা বিচার বিভাগের দু''দিন ব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কপিল সিব্বল বলেছেন, 'আমাদের ট্রায়াল কোর্ট, জেলা ও দায়রা আদালতকে ভয় অথবা উদ্বেগ ছাড়াই ন্যায়বিচার প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া দরকার। সেই স্তরের বিচারব্যবস্থাকে এই আত্মবিশ্বাসের সাথে উদ্বুদ্ধ করা উচিত যে, তাদের রায় তাদের বিরুদ্ধে হবে না এবং তারা ন্যায়বিচার সরবরাহ ব্যবস্থার মেরুদণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করে। আমার কর্মজীবনে, আমি খুব কমই এই স্তরে জামিন মঞ্জুর করতে দেখেছি।

এটা শুধু আমার অভিজ্ঞতা নয়, এমনকি প্রধান বিচারপতিও এটা বলেছেন, কারণ উচ্চ আদালত বোঝা হয়ে গিয়েছে। সর্বোপরি, নিম্ন আদালতে জামিন একটি ব্যতিক্রম... স্বাধীনতা হল একটি সমৃদ্ধিশীল গণতন্ত্রের ভীত এবং এটিকে গলা টিপে দেওয়ার যে কোনও প্রচেষ্টা আমাদের গণতন্ত্রের গুণমানকে প্রভাবিত করে।'

কেরলের পালক্কাড়ে শুরু সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সমন্বয় বৈঠক, যোগ দিলেন জেপি নাড্ডা

পালক্কাড়, ৩১ আগস্ট (হি.স.): কেরলের পালক্কাড়ে শুরু হয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র তিন দিন ব্যাপী অখিল ভারতীয় সমন্বয় বৈঠক। বৈঠকে যোগ দিয়েছেন আরএসএস-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত, আরএসএস-এর সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে। যোগ দিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডাও। শনিবার বৈঠকে শুরুতেই কেরলের ওয়ানাড়ে ভূমিধসের বিশদ বিবরণ ও আরএসএস-এর স্বয়ংসেবকদের উদ্যোগে প্রদত্ত সহায়তা প্রদানের বিষয়ে উপস্থিত অতিথিদের অবগত করা হয়। শনিবার সকাল থেকে শুরু হওয়া বৈঠক চলবে তিন দিন ধরে। এই বৈঠকে সামাজিক কাজের জন্য সঙ্ঘে ''পঞ্চ পরিবর্তনের'' উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সঙ্ঘের পাঁচটি পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে সামাজিক সম্প্রীতি, পারিবারিক জ্ঞানার্জন, পরিবেশ সুরক্ষা, নিজের উপর জোর দেওয়া এবং নাগরিক দায়িত্ব।

খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা গনবন্টন ব্যবস্থার আওতাধীন রাজ্যের সকল ভোক্তাদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, রাজ্যে সাম্প্রতিক বন্যার প্রভাবে যে সকল ভোক্তাগণ আগস্ট, ২০২৪ ইং মাসের বরাদ্দকৃত রেশন সামগ্রী রেশন দোকান থেকে সংগ্রহ করতে পারেননি, উনারা আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট রেশন দোকানে ইপস মেসিনে আঙ্গুলের ছাপ স্ক্যান করে আধার প্রমাণীকরণের মাধ্যমে উক্ত রেশন সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারবেন।

দ্বা

ICA/D-747/24

(নির্মল অধিকারী, আইএএস) অতিরিক্ত সচিব ও অধিকর্তা
খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর

কেরলের পালক্কাড়ে শুরু সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সমন্বয় বৈঠক, যোগ দিলেন জেপি নাড্ডা

পালক্কাড়, ৩১ আগস্ট (হি.স.): কেরলের পালক্কাড়ে শুরু হয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র তিন দিন ব্যাপী অখিল ভারতীয় সমন্বয় বৈঠক। বৈঠকে যোগ দিয়েছেন আরএসএস-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত, আরএসএস-এর সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে। যোগ দিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডাও। শনিবার বৈঠকে শুরুতেই কেরলের

ক্লাইভ লয়েডের জন্মদিন, শুধু খেলোড়ার নন সামলেছেন একাধিক দায়িত্ব

গায়ানা, ৩১ আগস্ট (হি.স.): ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের একমাত্র দু''বারের ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক স্যার ক্লাইভ লয়েড। ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের সর্বোচ্চ পুরস্কার- অর্ডার অফ দ্য ক্যারিবিয়ান কমিউনিটি (ওসিসি) দিয়ে সম্মানিত হয়েছেন তিনি। তিনিই প্রথম গায়ানিজ ক্রীড়াবিদ যিনি এই সম্মান পেয়েছেন। এর সাথে, তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ক্রিকেটারদের অভিজাত তালিকায় যোগ দিয়েছেন যারা আগে এই পুরস্কার পেয়েছেন। স্যার গারফিল্ড সোবার্স (বার্বাডোস) ১৯৯৮ সালে প্রথম ওসিসি পুরস্কৃত হন। তার পরে, ২০০৮ সালে ব্রায়ান লারা (ত্রিনিদাদ এবং টোবাগো) এবং ২০২২ সালে স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস (অ্যান্টিগা ও বারবুডা) ক্রিকেটারদের মধ্যে এই সম্মান পেয়েছিলেন। ১৯৭৫ ও ১৯৭৯ সালে ক্যারিবিয়ান দলকে ক্রিকেট বিশ্বে দুবারের মতো চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন। তার নেতৃত্বে দলটি পরপর তিনটি বিশ্বকাপ ফাইনালে পৌঁছেছিল। একশো টেস্ট খেলা প্রথম ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান, লয়েড ১১০ ম্যাচে ৭৫১৫ রান করেছেন এবং ১০টি উইকেটও নিয়েছেন। তাছাড়া তিনি ৭৪টি টেস্টে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং তার মধ্যে মাত্র ১২টিতে হেরেছিলেন। যার ফলে তিনি কমপক্ষে ৬০টি ম্যাচে টেস্ট ক্রিকেটে একটি দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এমন সকলের মধ্যে সবচেয়ে কম হারের তিনি অধিনায়ক ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার রিকি পন্টিং-এর সাথে ৬০ বা তার বেশি টেস্টে অধিনায়কত্ব করার জন্য তার জয়ের হার ৭৫-এর যৌথ-সর্বোচ্চ। বাঁ-হাতি এই মিডল অর্ডার ব্যাটার ক্রিকেটের সঙ্গে শুধু খেলোয়াড় হিসেবেই নয়, কোচ, নির্বাচক এবং ম্যাচ রেফারি হিসেবেও যুক্ত ছিলেন। গায়ানিজ স্বাস্থ্য মন্ত্রকে একজন বেসামরিক কর্মচারী হিসাবে কাজ করেন, তিনি ২০০৯ সালে আইসিসি ক্রিকেট হল অফ ফেমে অন্তর্ভুক্ত হন।ক্রিকেটে সেবার জন্য তিনি ২০২০ নববর্ষের সম্মানে নাইট উপাধি পেয়েছিলেন। আজ তার ৮০ তম জন্মদিন।

নিম্নচাপে এখনও উত্তাল সমুদ্রে, দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি.স.): বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চলের কারণে শনিবারও সমুদ্র উত্তাল রয়েছে। এদিন সকাল থেকেই রোদ-বৃষ্টির খেলা চলছে দক্ষিণবঙ্গজুড়ে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং মুর্শিদাবাদে বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। অন্য কোনও জেলায় আবহাওয়া সংক্রান্ত কোনও সতর্কতা জারি করা হয়নি। তবে কলকাতা-সহ সব জেলাতেই বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।নিম্নচাপ অঞ্চলের কারণে

কলকাতার কনসার্ট পিছিয়ে দিলেন শ্রেয়া, আর জি কর নিয়েও করলেন মন্তব্য

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার প্রতিবাদে কলকাতার কনসার্ট পিছিয়ে দিলেন সঙ্গীতশিল্পী শ্রেয়া ঘোষাল। শনিবার সকালে একটি বিবৃতি দিয়ে কনসার্ট পিছিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ওই কনসার্ট হওয়ার কথা ছিল। ১৪ সেপ্টেম্বরের কনসার্ট পিছিয়ে গেলেও, শ্রেয়া জানিয়েছেন অক্টোবরে কনসার্টটি হবে। শ্রেয়া জানিয়েছেন, আর জি করের ঘটনা তাঁকে প্রভাবিত করেছে। ঘটনার নৃশংসতায় তিনি শিউরে উঠেছেন। এই পরিস্থিতিতে গানের কনসার্ট করার মতো অবস্থায় তিনি নেই। শনিবার সকালে বিবৃতিতে শ্রেয়া লিখেছেন, "কলকাতায় সম্প্রতি যে নৃশংস ঘটনা ঘটেছে, আমাকে তা গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে। এক জন মহিলা হিসাবে ঘটনার নৃশংসতায় আমি শিউরে উঠছি।'

২০০ দিনে পড়ল কৃষক আন্দোলন, ভিনেশ বললেন অনন্তদাতাদের দাবি অবৈধ নয়

চণ্ডীগড়, ৩১ আগস্ট (হি.স.): দেখতে দেখতে শনিবার ২০০-তম দিনে পড়ল কৃষকদের আন্দোলন। শনিবার শম্ভু সীমানায় কৃষকদের আন্দোলনস্থলে পৌঁছন কুস্তিগীর ভিনেশ ফোগাট। কৃষকদের আন্দোলনস্থল এদিন ভিনেশ ফোগাট বলেছেন, 'আপনাদের আন্দোলনের ২০০ দিন পূর্ণ হল। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, আপনারা অধিকার, ন্যায়বিচার পান। আপনাদের মেয়ে আপনাদের পাশে আছে। সরকারকেও অনুরোধ করছি। আমরাও এই দেশের নাগরিক, আমরা যদি আমাদের আওয়াজ তুলি তা প্রতিবার রাজনৈতিক হয় না...আপনাদের তাঁদের কথা শোনা উচিত...তারা যা দাবি করছে তা অবৈধ ন।'এদিন কৃষকদের মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার আগে সাংবাদিকদের একাধিক প্রশ্নের উত্তরে ভিনেশ ফোগাট বলেছেন, 'তাঁরা এখানে বসে আছেন ২০০ দিন হয়ে গেল। এটা বেদনাদায়ক। তাঁরা সবাই এই দেশের নাগরিক। কৃষকরা দেশ চালায়। তাঁদের ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়, এমনকি ক্রীড়াবিদও নয়, যদি তাঁরা আমাদের না খাওয়ায়।'

বিজেপিতে যোগ দিলেন মধু কোড়া, লোবিন হেমব্রমও গেরুয়া শিবিরে সামিল

রাঁচি, ৩১ আগস্ট (হি.স.): ঝাড়খণ্ডে ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে বিজেপি। শুক্রবারই বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চম্পই সোরেন, আর শনিবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন ঝাড়খণ্ডের অপর এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মধু কোড়া। রাঁচিতে ঝাড়খণ্ড বিজেপির সভাপতি বাবুলাল মারান্ডি এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চম্পই সোরেনের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন মধু। তাঁর স্ত্রী গীতা কোড়া এই বছরের শুরুতেই কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন।এদিকে, শনিবারই বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা থেকে বহিস্কৃত নেতা লোবিন হেমব্রম। ঝাড়খণ্ড বিজেপির সভাপতি বাবুলাল মারান্ডি এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চম্পই সোরেনের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন লোবিন হেমব্রম। চলতি বছরের শুরুতে ৬ বছরের লোবিনকে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

''মাইসোর এক্সপ্রেস'-এর জন্মদিন, শ্রীনাথই ওয়ানডে-তে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি.স.): ''মাইসোর এক্সপ্রেস'' জাভাগল শ্রীনাথ। এই নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটে। ভারতের এই প্রাক্তন পেসারের শনিবার ৫৪-তম জন্মদিন। ভারতের হয়ে ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৩ পর্যন্ত খেলেছেন তিনি। ওয়ানডে-তে ৩১৫ উইকেট নেওয়া প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার শ্রীনাথ। ওয়ানডে-তে অনিল কুম্বলের পরই তিনি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি।

শনিবার পূর্ব থানার পুলিশ দুই বাংলাদেশিকে আটক করে। নিজস্ব ছবি।

সৌদিতেই যাচ্ছেন নাইজেরিয়ান তারকা ভিক্টর ওশিমেন!

রিয়াদ, ৩১ আগস্ট (হি.স.): দীর্ঘদিন ধরেই ইংলিশ ক্লাব চেলসি ওসামেনকে পেতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে শেষ পর্যন্ত সৌদি ক্লাব আল আহলির অর্থের ঝনঝনানি উপেক্ষা করতে পারলেন না নাইজেরিয়ান তারকা ওশিমেন। নাইজেরিয়ান তারকা ভিক্টর ওশিমেনকে পেতে নাপোলির সঙ্গে সম্পূর্ণ চুক্তিতে পৌঁছেছে সৌদি ক্লাব আল আহলি।ওশিমেনকে পেতে ৭৫ থেকে ৮০ মিলিয়ন ইউরোতে চুক্তি করতে চলেছে আল আহলি। চুক্তি হবে চার বছরের। ইতোমধ্যে একটি মেডিকেল বুকিং করেছে সৌদি ক্লাবটি। তবে এখনও ওশিমেন ও তার দলের কাছ থেকে গ্রীণ সিগনাল অপেক্ষায় রয়েছে আল আহলি।

ভারতীয় জনগণ কখনোই সুপ্রিম কোর্ট অথবা বিচারব্যবস্থার প্রতি অবিশ্বাস দেখায়নি : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি.স.): ভারতীয় জনগণ কখনওই সুপ্রিম কোর্ট অথবা বিচারব্যবস্থার প্রতি অবিশ্বাস দেখায়নি। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'সুপ্রিম কোর্টের ৭৫ বছর হল সংবিধানের যাত্রা, সাংবিধানিক মূল্যবোধ এবং ভারত আরও পরিপক্ক গণতন্ত্র হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে।' শনিবার দিল্লির ভারত মণ্ডপমে জেলা বিচার বিভাগের দু''দিন ব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কপিল সিব্বলও। এই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'জরুরি অবস্থার অন্ধকার দিনে, সুপ্রিম কোর্ট মৌলিক অধিকার, জাতীয় স্বার্থের ইস্যুতে জাতীয় ঐক্য সমুন্নত রেখেছে।' প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, 'ভারতবাসী কখনোই সুপ্রিম কোর্ট অথবা ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। এই কারণেই, সুপ্রিম কোর্টের ৭৫ বছর পূর্ণ হওয়া গণতন্ত্রের জননী হিসাবে ভারতের গর্বকে বাড়িয়ে তুলছে। এটি আমাদের সাংস্কৃতিক ঘোষণার উপর জোর দেয় যা বলে ''সত্যমেব জয়তে''।'প্রসঙ্গত, জেলা বিচার বিভাগের দু''দিনের জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে একটি স্মারক উপহার দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর পূর্তিতে ডাকটিকিট ও মুদ্রা প্রকাশ করেছেন।

কেরলের পালক্কাড়ে শুরু সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সমন্বয় বৈঠক, যোগ দিলেন জেপি নাড্ডা

পালক্কাড়, ৩১ আগস্ট (হি.স.): কেরলের পালক্কাড়ে শুরু হয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র তিন দিন ব্যাপী অখিল ভারতীয় সমন্বয় বৈঠক। বৈঠকে যোগ দিয়েছেন আরএসএস-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত, আরএসএস-এর সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে। যোগ দিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডাও। শনিবার বৈঠকে শুরুতেই কেরলের ওয়ানাড়ে ভূমিধসের বিশদ বিবরণ ও আরএসএস-এর স্বয়ংসেবকদের উদ্যোগে প্রদত্ত সহায়তা প্রদানের বিষয়ে উপস্থিত অতিথিদের অবগত করা হয়।

শনিবার ডুকলিতে নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। নিজস্ব ছবি।

ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক অশান্তির পেছনে রাজনৈতিক দলই দায়ী : প্রদ্যোত

আগরতলা, ৩১ আগস্ট: ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক অশান্তির পেছনে রাজনৈতিক দলই দায়ী থাকে। গন্ডাছড়া, রানীরবাজার সহ সাম্প্রতিক অশান্তির ঘটনায় কোনো এক রাজনৈতিক দলের হাত রয়েছে। আজ ইন্দ্রনগর এলাকার নিহত চিরঞ্জিৎ দে-র বাসভবনে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। পাশাপাশি, নিহতের পরিবারের হাতে আর্থিক সহায়তা তুলে ধরেন। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় অবৈধভাবে বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রবেশ কোনোভাবে কাম্য নয়।তাতে আগামী দিনে ভারতের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের ক্ষতি হতে পারে।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় টানা বৃষ্টিপাতে বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। বন্যায় ত্রিপুরার ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। তাই এই ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে জাতপাতের উর্ধ্বে উঠে ত্রিপুরাবাসীকে একত্র হতে হবে। তাই জাতপাতের উর্ধ্বে গিয়ে বন্যায় নিহতদের পরিবারে সদস্যদের ৫০ হাজার টাকার আর্থিক সাহায্য প্রদান করছেন তিনি। আর্থিক সহায়তা প্রদান করে নিতহদের পরিবারের সদস্যদের পাশে থাকার কর্তব্য পালন করেছেন তিনি বলে দাবি করেন।

তাঁর কথায়, নিহতদের পরিবারে সদস্যদের আর্থিক প্রদান করা এটা আমার মানবিক দায়িত্ব। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই অর্থ সাহায্য আমি করেছি। এখন রাজনীতি করার সময় নয়। বন্যা নিয়ে রাজনীতি করা বিধানসভায় বিরোধীরা প্রশ্ন করবেন। আপাতত রাজনীতি করার দরকার নেই।

ভয়াবহ বন্যা মোকাবিলায় সাংসদ কৃতি সিং দেববর্মণ ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে জবাবে শ্রী দেববর্মণ বলেন, তিনি আগরতলায় আছেন। আগামীকাল শান্তিরবাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবেন। ইতিমধ্যে তিনি বন্যায় মোকাবিলা করতে ১ কোটি টাকার আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা দিয়েছেন।

এদিন তিনি রাণীরবাজারের কালী মূর্তি ভাঙার পরিবর্তী হিংসার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কালী মূর্তি ভাঙা একবারের ঠিক হয় নি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সংখ্যালঘুদের বাড়িতে হামলা করা তা অত্যন্ত দুঃখজনক। অতিসত্বর ঘটনার সাথে জড়িতদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দেওয়া উচিত। তিনি বলেন, সবসয়ম সাম্প্রদায়িক হিংসার পেছনে রাজনৈতিক দল দায়ী থাকে। সেটা বিজেপি,কংগ্রেস বা সিপিএম ওই হোক না কেন। সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া গন্ডাছড়ার ঘটনা, রানীরবাজার সহ আরও সাম্প্রদায়িক হিংসার পেছনে কোনো এক রাজনৈতিক দলের হাত থাকে।

এদিন তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক হিংসা কোনোভাবে কাম্য নয়। কারণ, ত্রিপুরা এখন ধীরে ধীরে উন্নয়নের এগিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া, রাজ্যে জাতি জনজাতি ও সংখ্যালঘুরা একত্রে বসবাস করছে। বহু বছর ধরে ত্রিপুরায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখেছে তাঁরা। একে অপরের সাথে লড়াই করা উচিত নয়।

এদিন তিন বলেন, ত্রিপুরায় অবৈধভাবে বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রবেশ কোনোভাবে কাম্য নয়। বাংলাদেশের খাদ্য, স্বাস্থ্য সহ একাধিক সমস্যা থাকতে পারে কিন্তু ত্রিপুরায় প্রবেশ মেনে নেওয়া উচিত নয়। সাম্প্রতিক দিনগুলিতে অনুপ্রবেশ মারাত্মক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাতে আগামী দিনে ভারতের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের ক্ষতি হতে পারে। তাই অনুপ্রবেশ রোধে কেন্দ্রীয় সরকারকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

সম্পাদক

● প্রথম পাতার পর

প্রদেশ কমিটির পক্ষ থেকে সঞ্জিত দাসকে শোকজ নোটিশ করা হয়। তিন দিনের মধ্যে জবাবদিহি করতে হবে বিজেপি প্রদেশ কমিটির কাছে। এই ঘটনায় স্থানীয় এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে দাবি উঠেছে এই ধরনের মন্ডল নেতাকে শীঘ্রই যেন দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সিভিক ভলান্টিয়ারের তৎপরতায় প্রাণরক্ষা দ্বিচক্রযান আরোহীর, দাবি পুলিশের

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি.স.): এক সিভিক ভলান্টিয়ারের তৎপরতায় শুক্রবার রাতে এক দ্বিচক্রযান আরোহীর প্রাণরক্ষা করা গিয়েছে বলে দাবি করেছে কলকাতা পুলিশ।পুলিশের ফেসবুক পেজে শনিবার লেখা হয়েছে, "গতকাল রাত এগারোটা নাগাদ মোটরসাইকেলে চড়ে জোড়াসাঁকো থানা এলাকায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন মিত্র লেনের এক বাসিন্দা, সঙ্গে একজন আরোহী। বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনের গেটের কাছে আচমকাই পিছলে যায় মোটরসাইকেলের চাকা এবং সজোরে আছড়ে পড়ে দ্বিচক্রযান, যার ফলে মাথায় গুরুতর আঘাত পান চালক।

তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ঘটনাস্থলে উপস্থিত জোড়াসাঁকো থানার সিভিক ভলান্টিয়ার আলি নওয়াজ বোঝেন, অ্যাম্বুল্যান্স আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে সম্ভবত বাঁচানো যাবে না চালককে। অতএব দেরি না করে তাঁকে নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে ৫০০ মিটার দূরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের দিকে দৌড়তে শুরু করেন আলি।আলির উপস্থিত বুদ্ধির ফলে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা যায় চালকের, যে কারণে হয়তো প্রাণে বেঁচে যাবেন তিনি। আমাদের শুভেচ্ছা রইল।"

দুই শিল্পীর 'প্রতিবাদে' দু'রকম প্রতিক্রিয়া তৃণমূলের কুণালের, প্রশ্ন নানা মহলে

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি.স.) : আর জি করের নির্যাতিতার বিচার চেয়ে 'আর কবে' গান গেয়ে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের কটাক্ষ শুনতে হয়েছে শিল্পী অরিজিৎ সিংকে। আবার, আর জি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতার অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেও তাঁর অবস্থানকে সাধুবাদ জানিয়েছেন তৃণমূল নেতা। কেন এই দ্বিচারিতা প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। যদিও শনিবার এর ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কুণাল নিজেই।

শ্রেয়ার বিবৃতির প্রেক্ষিতে কুণাল বলেছেন, "শ্রেয়া ঘোষালের অবস্থানকে সাধুবাদ জানাই। আর জি কর নিয়ে আমাদের সকলের মতো তিনিও উদ্বিগ্ন। অনুষ্ঠান পিছিয়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি সারা দেশ এবং বিশ্বের মহিলাদের সুরক্ষার কথা বলেছেন তিনি। কারণ, এই ধর্ষণ-খুনের সামাজিক সমস্যা, অপরাধটা নিয়ে সর্বত্রই প্রতিবাদ দরকার। এটা শুধু বাংলার সমস্যা নয়।"কুণালের বক্তব্য, ধর্ষণ যে একটি সামাজিক সমস্যা, শুধু বাংলার সমস্যা নয়, তা মেনেছেন শ্রেয়া।

অরিজিতের গান প্রসঙ্গে শুক্রবার কুণাল বলেছিলেন, "অরিজিৎ ভাল গায়ক। ভাল ছেলে। আর জি করের নির্যাতিতার বিচার চেয়ে 'আর কবে' গানটিও দারুণ। সমর্থন করি। কিন্তু সাক্ষী মালিক ইস্যু থেকে সে দিনের বদলাপুর, তার বিচার চেয়ে হিন্দিতে 'অউর কব' গাইলেন না কেন? বিবেক শুধু বাংলায়? মুম্বই কর্মজগৎ, হিন্দির বাজার, কেরিয়ার, তাই ও সব ঘটনায় চুপ?"এ প্রসঙ্গে আগে অরিজিৎ বলেছিলেন, "অন্যায়, অপরাধ প্রত্যেক স্তরে। সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানানোর মুখ হয়ে উঠেছেন আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের নির্যাতিতা তরুণী চিকিৎসক। বৃহত্তর আন্দোলনের পথে এগিয়ে যাওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়।"

অরিজিতের অবস্থান নিয়ে আপত্তি জানালেও শ্রেয়ার অবস্থানকে সমর্থন করলেন কুণাল।

পরিযায়ী পাখি : ডিমা হাসাওয়ের জাটিঙ্গা ও দহিং গ্রামে জারি ১২৩ ধারাহাফলং (অসম), ৩১ আগস্ট (হি.স.) : দেশ-বিদেশের পর্যটকের কাছে অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ের জাটিঙ্গা এক পরিচিত নাম। জাটিঙ্গায় দেশ-বিদেশ থেকে পরিযায়ী পাখি এসে আত্মহত্যা করে, এমনটাই জানেন সকলে। তবে কি সত্যি জাটিঙ্গায় এসে পাখিরা আত্মহত্যা করে, আজ পর্যন্ত কোনও বিশেষজ্ঞ এই রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারেননি।

প্রতি বছর আগস্ট থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত জাটিঙ্গায় দেশ-বিদেশের পরিযায়ী পাখি আসতে থাকে। এবারও আগস্ট মাস থেকেই পরিযায়ী পাখিরা আসতে শুরু করেছে জাটিঙ্গায়। বিশেষ করে জাটিঙ্গা এবং দহিং গ্রাম এখন দেশ-বিদেশের পরিযায়ী পাখির আস্তানা।

তাই এখন এ সব পরিযায়ী পাখিদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে বা কেউ যাতে তাদের শিকার করতে না পারে, তার জন্য বনরক্ষী বাহিনী দিনরাত টহলদারী করছে। ইতোমধ্যে ডিমা হাসাও জেলার বন বিভাগের পশ্চিম সংমণ্ডলের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসনকে এ ব্যাপারে অবগত করা হয়েছে।তার পরই ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক সীমান্তকুমার দাস পরিযায়ী পাখিদের সুরক্ষার বিষয় সুনিশ্চিত করতে জাটিঙ্গা এবং দহিং গ্রামে ১২৩ বিএনএস অধীনে বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। নির্দেশে বলা হয়েছে, প্রতি বছরের মতো এ বছরও জাটিঙ্গা এবং দহিং গ্রামে দেশ-বিদেশের পরিযায়ী পাখির আগমন শুরু হয়ে গেছে। আগামী নভেম্বর পর্যন্ত পরিযায়ী পাখিরা এখানে আসবে। তাই জাটিঙ্গা এবং দহিং গ্রামে পাখি ধরা বা শিকার করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সীমান্তকুমার দাস তাঁর নির্দেশিকায় লিখেছেন, কেউ যদি এই নির্দেশ অমান্য করে, তা-হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

হরিয়ানায় মৃত বাসন্তীর পরিযায়ী শ্রমিকের পাশে থাকার আশ্বাস প্রশাসনের

বাসন্তী, ৩১ আগস্ট (হি.স.) : হরিয়ানায় কাজে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে বাসন্তীর বল্লারটপ এলাকার বাসিন্দা সাবির মল্লিকের। গোমাংস খাওয়ার অভিযোগে হরিয়ানার গোরক্ষা বাহিনীর লোকজন তাঁকে পিটিয়ে মেরেছে বলে অভিযোগ সাবিরের পরিবারের। শুক্রবারই সাবিরের দেহ ফেরে বাসন্তীর বাড়িতে। ঘটনার খবর পেয়েই শনিবার বাসন্তীর বিডিও সঞ্জীব সরকার যান বল্লারটপ গ্রামে। কথা বলেন মৃতের পরিবারের সাথে। পাশাপাশি ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী পরিবারের হাতে তুলে দেন তিনি। বিডিও বলেন, " এই এলাকার এক পরিযায়ী শ্রমিক হরিয়ানায় কাজে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের পাশে সরকার রয়েছে। সেই বার্তা দিতেই ওনাদের বাড়িতে এসেছিলাম।" এছাড়া, এদিন দুপুরে বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল নিজেও যান বল্লারটপ গ্রামে। কথা বলেন মৃতের পরিবারের সাথে। ব্যক্তিগত ভাবে কিছু আর্থিক সাহায্যও করেন বিধায়ক। বিধায়ক ছাড়াও বাসন্তী ব্লক তৃণমূলের অন্যান্য নেতৃত্বও গিয়েছিলেন সাবিরের বাড়িতে। পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন তাঁরা। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকেও সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে পরিবারকে। সাবিরের বাবা আব্দুল কাঁদের গাজী বলেন, " প্রশাসনকে ধন্যবাদ যে তাঁরা এই দুঃসময়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তবে ছেলের মৃত্যু নিয়ে যাতে সঠিক তদন্ত হয় এবং দোষীরা গ্রেফতার হয় সেই দাবিও জানিয়েছি প্রশাসনের কাছে।'

প্রস্তুতি তুঙ্গে

● প্রথম পাতার পর

মৃৎশিল্পীরা আরও জানান, মূর্তি বিক্রি করে তাদের তেমন লাভ হয় না। কোন রকমে খেয়ে বেঁচে থাকার জন্যই মূর্তি তৈরির উপর নির্ভর করে থাকেন তারা। তবে জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মূর্তির দাম বৃদ্ধি না পাওয়ায় তারা মূর্তি তৈরি করতে উৎসাহী নন। অনেকেই পূর্বপুরুষের ধারা বজায় রাখতেই মৃৎশিল্পকে এখনো আঁকড়ে রেখেছেন বলে জানান। আবার অনেকেই মৃৎশিল্প ছেড়ে অন্যান্য কাজে জড়িয়ে পড়েছেন।

শালতোড়ায় চলন্ত বাইকে বিস্ফোরণ মৃত এক

বাঁকুড়া, ৩১ আগস্ট (হি.স.) : শুক্রবার রাতে এক চলন্ত বাইকে বিস্ফোরণ হয়। এতে ওই বাইক চালকের একটি পায়ের হাঁটুর নীচের অংশ উড়ে যায় এবং শরীরের বিভিন্ন অংশ অগ্নিদগ্ধ হয়ে ঝলসে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার শালতোড়া থানার লা-পাহাড়ী এলাকায়। স্থানীয়রা তাকে শালতোড়া হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। মৃতের নাম বাবলু ওরফে জয়দেব মন্ডল (৪২)। বাড়ি শালতোড়ার ঝনকা গ্রামে। এনিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী শুক্রবার রাতেই তার এক্স হ্যান্ডেলে পোষ্ট করে জানিয়েছেন ওই ব্যক্তি শালতোড়ার পাথর খাদানে পাথর ফাটানোর জন্য অবৈধ পথে বাইকে করে ডিনামাইট বহন করছিলেন। তিনি আরও লেখেন তৃনমূলের অরূপ চক্রবর্তী বাঁকুড়ার সাংসদ হওয়ার পরেই শালতোড়া এলাকায় অবৈধ কারবার বেড়ে গেছে। বাইক চালকের মৃত্যু ও অবৈধ কারবার নিয়ে শনিবার শালতোড়ার বিজেপি বিধায়ক চন্দনা বাউরি পথে নেমেছেন। তিনি প্রশাসনের কাছে ৭২ ঘন্টার মধ্যে এলাকায় অবৈধ পাথর খাদান চিহ্নিত করে তা বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন। এদিন তিনি শালতোড়া বিশাল মিছিল নিয়ে খাদান এলকা পরিক্রমা করে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। বিস্ফোরণে বাইক চালকের মৃত্যুর কথা অস্বীকার করেছেন শালতোড়া ব্লক তৃণমূল সভাপতি সন্তোষ মন্ডল। তিনি বলেন ওই ব্যক্তির বাইকের সামনের চাকা বাষ্ট হওয়াতেই সজোরে বাইক নিয়ে পড়ে যান। তখনই তেলের ট্যাঙ্কে আগুন ধরে যায়। পুলিশ এ নিয়ে মুখে কুলুপ আঁটলেও রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে।জানা গেছে শালতোড়া এলাকায় প্রায় ২০০ পাথর ভাঙানোর ক্রাশার ও অসংখ্য খাদান রয়েছে। করোনার সময় থেকে প্রায় আড়াই বছর সেগুলি বন্ধ ছিল। এলাকাবাসীর দাবি ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে শালতোড়া সহ বাঁকুড়ায় তৃণমূলের ভরাডুবির পর ক্রাশার ও পাথর খাদান খোলার অনুমতি দেয়নি প্রশাসন। এই অভিযোগ চন্দনা বাউরিরও। তিনি বলেন, পঞ্চায়েত ভোটের আগে অভিষেক ব্যানার্জি নাকি ক্রাশার ও পাথর খাদান খুলিয়েছেন। আমরা জানতে চাই কতগুলি পাথর খাদান বৈধ। সেখানে বিস্ফোরক দিয়ে পাথরের চাঙড় ফাটানোর অনুমোদন রয়েছে কি না। কয়েক বছর আগে গোট গ্রামে এক ব্যক্তির বাড়িতে রাখা ছিল এধরনের বিস্ফোরক। দোতলা বাড়ি ভেঙে পড়ে ও এক শিশু সহ বাড়ি মালিকের মৃত্যু হয়। শুভেন্দু অধিকারীর করা অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী বলেন, কোথাও অবৈধ খাদান নেই। আগে কিছু বন দফতরের জমিতে ছিল। সেই জমি চিহ্নিত করে তারা দখল নিয়ে নিয়েছে। জেলা ভূমি দফতর শর্ত সাপেক্ষে কয়েকটি খাদানের অনুমোদন দিয়েছে। অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে তিনি শুভেন্দু প্রসঙ্গে বলেন, উনি নিজেকে সবজান্তা ভাবেন। কিন্তু বাঁকুড়ার ইতিহাস ভূগোল জানেন না।

খাদ্য আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে বাঁকুড়ার মুটিয়া শ্রমিকেরা

বাঁকুড়া, ৩১ আগস্ট (হি.স.) : ৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের শহীদ দের স্মরনে শনিবার এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মুটিয়া মজদুর ইউনিয়ন।১৯৫৯ সালের ৩১শে আগস্ট খাদ্যের দাবীতে কলকাতায় মিছিল করতে গিয়ে চরম নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ - পুলিশের লাঠি চালনা ও গুলিতে নিহত হয়েছিলেন ৮০ জন মানুষ। সেই সব শহীদদের স্মরণ অনুষ্ঠানে ও আর জি কর মেডিকেল কলেজে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের বিচার চেয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হন উপস্থিত শ্রমিকরা।কেরাণীবাঁধ এলাকার নন্দী মিলে পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও নীরবতা পালনের পরেই মুটিয়া শ্রমিকেরা খুনী ও ধর্ষকদের চরমতম শাস্তির দাবী করে, মুখ্যমন্ত্রীর আর জি কর কান্ডের দুস্কৃতিদের আড়াল করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে, সিবিআই"কে দ্রুততার সাথে তদন্তের কাজ শেষ করে অপরাধীদের চিহ্নিত করার এবং আর জি করের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল ডঃ সন্দীপ ঘোষ ও কামদুনি কান্ডে দুস্কৃতিদের আড়াল করার নায়ক কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে চাকুরি থেকে বরখাস্তের দাবীতে মিছিল করেন শ্রমিকরা। মিছিল শেষে বক্তব্য রাখেন সিআইটিইউ নেতা প্রতীপ মুখার্জী। বাঁকুড়া রেল গুডসসেড চত্বরে অনুরূপ একটি কর্মসূচীতে পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদান, নীরবতা পালন করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

যুবকের মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

ঘোষনা করেন। জানা যায় দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তি বাইখোড়ার কালমা এলাকার বাসিন্দা নিতিশ ত্রিপুরা। দুর্ঘটনার পরবর্তী সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় শান্তির বাজার থানার পুলিশ। নিতিশ ত্রিপুরার মৃতদেহ বর্তমানে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। আগামীকাল মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

স্কুল সংলগ্ন এলাকায় ভয়ংকর দুর্ঘটনার কবলে পড়ে স্থানীয় এক লরিচালক অকালেই প্রাণ হারায়।তার কিছুদিন পূর্বে এক মহিলাকে মাকুন্দা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে রাস্তায় প্রসব যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে, এবং সেখানেই সন্তান প্রসব হয়।তাছাড়া প্রায় নিত্যদিনই অটো রিক্সা টুকটুক বাইসাইকেল দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হচ্ছে।এমনকি স্থানীয়রা পায়ে হেঁটে চলাচল পর্যন্ত দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে।হাট বাজারে যেতে পারছেন না এলাকার মানুষ।তাই দাবি উঠছে যত দ্রুত সম্ভব রাস্তাটি মেরামত কিংবা নতুন করে তৈরি করা হোক।অন্যথায় অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় সড়ক বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এলাকার ভুক্তভোগী জনগণসহ যান চালকরা।পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সুদৃষ্টি কামনা করেছেন তারা। তবে এখনি যদি রাস্তার সংস্কার ও নির্মাণ কার্যে হাত না লাগায় রাজ্য সরকার তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই জাতীয় সড়কটি বড় পুকুরে পরিণত হবে।

পরিনত

● প্রথম পাতার পর

এলাকার মানুষের কাছে। ঝর্ণায় আসা এক পর্যটক জানালেন, মন ছুঁয়ে যাওয়া এই ঝর্ণা দেখতে প্রতিদিনই বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকরা ছুটে যান সেখানে। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে রাস্তার এই বেহাল দশায় চরম দূর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে পর্যটকদেরকে।এদিকে ঝর্ণায় যাবার রাস্তার এমন ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখে ঝর্ণায় না গিয়েই মাঝপথ থেকে ফিরে যাচ্ছেন অনেকেই।

ব্যর্থ মনোরথে ফেরার পথে পানিসাগরের এক পর্যটক জানালেন, অনেক আশা নিয়ে ঝর্ণার উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বেড়িয়েছিলেন কিন্তু রাস্তার এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় ইচ্ছে পূরন হলোনা আর।শীলছড়ার এই ঝর্ণাটিকে দেখতে কয়েক বছর আগে সেখানে ছুটে গিয়েছিলেন ত্রিপুরার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন এই ঝর্ণাটিকে ঘিরে শিলছড়ায় গড়ে উঠতেপারে পর্যটন কেন্দ্র। সরকারের নজরে থাকা সম্ভাব্য এই পর্যটন কেন্দ্রটির প্রশাসনিকভাবে রক্ষনাবেক্ষনের বদলে পর্যটকদের কাছে আতঙ্কের আরেক নাম এখন হয়ে উঠেছে এই ঝর্ণাটি। দায়িত্বশীলদের বদান্যতায় দেখভালের অভাবে প্রতিদিন ঘটছে দূর্ঘটনা। দাবী উঠছে অচল রাস্তা সচল করতে দ্রুত উদ্যোগ নিক প্রশাসন।

আদিবাসী ছাত্রীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে দক্ষিণ দিনাজপুরে সোমবার বনধের ডাক একাধিক আদিবাসী সংগঠনের

বালুরঘাট, ৩১ আগস্ট (হি.স.) : পঞ্চম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারীতে। এই ঘটনার প্রতিবাদে আগামী সোমবার ১২ ঘণ্টার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বনধের ডাক দিয়েছে একাধিক আদিবাসী সংগঠন। এই বনধকে সর্মথন করেছে বামেরা। এছাড়াও ঘটনার প্রতিবাদে ও সিবিআই তদন্তের দাবিতে মঙ্গলবার জেলার প্রতিটি থানায় অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচীর ডাক দিয়েছে জেলা বামফ্রন্ট। এমনকি বনধের সমর্থনে সাধারণ মানুষেকে এগিয়ে আসার আবেদন জানিয়েছেন বামফ্রন্টের আহ্বায়ক তথা সিপিআইএমের জেলা সম্পাদক নন্দলাল হাজরা, সিপিআইএম নেতা কল্যান দাস।প্রসঙ্গত, গত বুধবার রাতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী থানা এলাকায় এক কিশোরী আদিবাসী স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের চেষ্টার অভিযোগ ওঠে স্থানীয় এক যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত যুবকের বাবা স্থানীয় তৃণমূল নেতা বলেই দাবি সিপিআইমের জেলা সম্পাদকের। যদিও তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল বামেদের এই দাবি নসাৎ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, অভিযুক্ত যুবক বা তার পরিবারের সঙ্গে তৃণমূলের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। এদিকে নির্যাতিতা কিশোরী বর্তমানে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

জনবহুল এলাকায় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘুরলেই সাজা, নিষেধাজ্ঞা জারি

কলকাতা ৩১ আগস্ট (হি. স.) : জনবহুল এলাকায় ধারালো অস্ত্রশস্ত্র সহ নিয়ে ঘোরাঘুরি করা যাবে না। রাজ্য সচিবালয় নবান্নের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এমনটাই বলা হয়েছে। ওই নিষিদ্ধের তালিকায় বলা হয়েছে - তরোয়াল, বর্শা, মুগুর, বন্দুক আর ওই জাতীয় ধারালো ও বিপদজনক অস্ত্র সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। আইন অমান্য করা হলে কড়া শাস্তি ও জরিমানার মুখেই পড়তে হবে। কলকাতা ও তৎসংলগ্ন শহরতলি এলাকায় আগামীকাল অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিন থেকেই তা লাগু করা হচ্ছে। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের ২৮ তারিখ পর্যন্ত বহাল থাকছে ওই নির্দেশিকা। কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত কুমার গোয়েল এর স্বাক্ষরিত ওই নির্দেশ ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে একাধিক থানা এলাকার নিরাপত্তার প্রশ্নে এমন নির্দেশ জারি না হলেও অশান্তি এড়াতে নানা ফরমান ঘোষণা করেছে কলকাতা পুলিশ।

রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব পদে বসতে চলেছেন মনোজ পন্থ, অবসর নিলেন বি পি গোপালিকা

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি. স.) : মনোজ পন্থ এ রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব পদে বসতে চলেছেন। এদিকে, বর্তমান মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা অবসর গ্রহণ করছেন। শনিবার তাঁর কর্মকালের শেষদিন ছিল। উল্লেখ্য, তিন মাস আগেই মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। রাজ্য সরকারের তরফেও এরপর তাঁকে মেয়াদ তিন মাসের জন্য বাড়াতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। এবং তা অনুমোদিত হয়। এদিকে, রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস নতুন মুখ্যসচিবের ফাইলে স্বাক্ষর করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সেচ ও জলসম্পদ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিবের পদোন্নতি হয়েছে। প্রসঙ্গত অতিরিক্ত মুখ্যসচিব হিসেবে বর্তমান সরকারের গুরুদায়িত্ব বিভিন্ন সময়ে পালন করেছেন তিনি। বি পি গোপালিকার জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন তিনি। আগামীকাল থেকে নতুন মুখ্যসচিব দায়িত্ব পালন করবেন।

আর জি কর চিকিৎসক হত্যার প্রতিবাদে মঞ্চে হাজির মেয়র ফিরহাদ হাকিম

কলকাতা ৩১ আগস্ট (হি.স.) : তৃণমূল কংগ্রেস এবার আসরে। আর জি কর হাসপাতালের ঘটনায়। বিরোধীরা তো এই দাবিতে আগাগোড়া সরব। ধর্মতলাতে স্থায়ী মঞ্চ বেঁধে চলছে লাগাতার প্রচার। সেই সুরে সুর মিলিয়ে রাজ্য জুড়ে সর্বত্র হাজির শাসক দলের কর্মী ও সমর্থকরা। তাদের ও এক দাবি। প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হোক। অবিলম্বে কড়া সাজা হোক। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সোচ্চার এখন শাসক ও বিরোধী একসুর। বিরোধী দলের পালের হাওয়া কাড়তে ব্যস্ত। সেই সূত্রে শনিবার পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী ধর্নার মঞ্চে হাজির কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এছাড়াও রয়েছেন দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নেতৃত্বের একাংশ। সুবিচারের দাবিতেই সরব হয়েছেন তিনিও। সেইসঙ্গে দলেরও কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এতে শাসক দলের তরফেও অনৈতিক কাজের বিচার চাইছেন সর্বস্তরের মানুষ। ফলে, সেকারণে একবালপুর চারবাতি মোড়ে বাঁধা হয়েছে ধর্নার মঞ্চ।

সাহায্যের আছিলায় এটিএম থেকে কৌশলে টাকা উধাও অভিযুক্তকে গণপ্রহার

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি.স.): ব্যাঙ্কের এটিএম কাউন্টারে অদক্ষ গ্রাহককে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি পাশ থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে কী ভাবে টাকা তুলতে হবে দেখিয়ে দিতেন। গ্রাহককে প্রতারণার ফাঁদে ফেলেন। এরকমই এক প্রতারণার ঘটনা ঘটল বারাসতে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে বারাসাত থানার পুলিশ।বারাসতে শনিবার সকালে রহমান গাজী নামে এক ব্যক্তি স্থানীয় এক এটিএমে টাকা তুলতে যান। তাঁর অভিযোগ, এটিএম বুথের ভেতর আরও এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তিনি টাকা তোলার সময় ওই ব্যক্তি লক্ষ্য রাখছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই অজ্ঞাত পরিচিয় ওই ব্যক্তি তাঁকে টাকা তোলার ব্যাপরে বেশ কিছু নির্দেশিকা দিতে শুরু করেন। সেখানে কিছু অসুবিধা হওয়ায় কাছেই আর একটি এটিএমে টাকা তুলতে যান গাজী। গাজী দেখেন, যে টাকা তিনি তুলেছেন, ব্যাঙ্ক কেটেছে তার দ্বিগুন পরিমাণ।

যখন তিনি বিষয়টি বুঝতে পারেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিটির খোঁজে চারদিকে নজর রাখেন। অন্য একটি এটিএমে খোঁজ মেলে অভিযুক্তর। তাকেচেপে ধরতে গাজীর অ্যাকাউন্ট থেকে কৌশলে তুলে নেওয়া টাকা ফেরৎ দিরে দেন।বিষয়টি জানাজানি হতেই লোক জড়ো হয়ে যায় ঘটনাস্থলে। দিনে দুপুরে এটিএম বুথে এভাবে জালিয়াতির ঘটনায় অভিযুক্ত যুবককে ধরে মারধর শুরু হয়। বিদ্যুতের পোস্টে বেঁধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গণধোলাই দেয় বিক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। সঙ্গে সঙ্গে বারাসত থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে অভিযুক্তকে ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। ওই ব্যক্তির কাছ থেকে বেশ কিছু এটিএম কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে বলে খবর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়।

সি পি-র সতর্কতার নির্দেশিকা নিয়ে প্রশ্ন শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি.স.): প্রকাশ্য রাস্তায় তলোয়ার, বন্দুক, লাঠির মতো জিনিস নিয়ে ঘোরা নিষেধ। এমনই নির্দেশিকা জারি করেছে কলকাতা পুলিশ। পুলিশ কমিশনারের নামে জারি হওয়া এই নির্দেশিকা দেখে অবাক হয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সামাজিক মাধ্যমে একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।শহর ও শহরতলির মধ্যে নিষেধাজ্ঞা জারি করে কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল জানিয়েছেন, তলোয়ার, বন্দুক, ভারী, ধারাল অস্ত্র নিয়ে কেউ কোনও জায়গায় ঘোরাফেরা করতে পারবেন না। যদি কাউকে অস্ত্র নিয়ে দেখা যায় তাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে তাঁর বিরুদ্ধে। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত অর্থাৎ ৬ মাস এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

াঙ্গন

ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে দুই গোলে হারিয়ে ঐতিহ্যবাহী টাউন ক্লাবে তালিকার শীর্ষে

পয়েন্ট তালিকা : এ ডিভিশন লীগ ফুটবল

দল	ম্যাচ	জয়	পরা:	ড্র	গোল	পয়েন্ট
টাউন ক্লাব	১	১	০	০	২-০	০৩
এগিয়ে চল	১	১	০	০	২-১	০৩
ব্লাডমাউথ	১	১	০	০	১-০	০৩
লালবাহাদুর	১	০	০	১	১-১	০১
ত্রিবেণী সংঘ	১	০	০	১	১-১	০১
ফরোয়ার্ড	১	০	০	১	০-০	০১
রামকৃষ্ণ ক্লাব	১	০	০	১	০-০	০১
নাইন বুলেটস	১	০	১	০	১-২	০০
জুয়েলস অ্যা:	১	০	১	০	০-১	০০
ফ্রেন্ডস ইউ:	১	০	১	০	০-২	০০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ঐতিহ্যবাহী টাউন ক্লাবেরও দারুণ সূচনা।

দুই গোলের ব্যবধানে দুর্দান্ত জয়ের মধ্য দিয়ে প্রথম ডিভিশন লীগে অভিযান শুরু করেছে ফুটবল মাঠে ঐতিহ্যমন্ডিত টাউন ক্লাব। হারিয়েছে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টের তৃতীয় দিনের প্রথম খেলায় টাউন ক্লাব দুই গোলে জয় ছিনিয়ে পুরো ৩ পয়েন্ট অর্জন করে নিয়েছে। খেলার দুই অর্ধে বিজয়ী দল একটি করে গোল করেছে। অংশগ্রহণকারী দশটি দলের মধ্যে প্রথম রাউন্ডের খেলা শেষে শনিবার এই জয়ের সুবাদে টাউন ক্লাব তালিকায় এককভাবে শীর্ষে উঠে এসেছে। গোলের শুরু খেলার ২১ মিনিটের মাথায়।

প্রথমার্ধে বয়ার জমাতিয়ার গোলেই টাউন ক্লাব লীড নেয়। দ্বিতীয়ার্ধে আরও একটি গোল টাউন ক্লাবকে জয় নিশ্চিত করে দেয়। খেলার ৭৯ মিনিটের মাথায় এস. চিত্তরঞ্জনের গোলে ব্যবধান বেড়ে দুই-শূন্য হয়। পক্ষান্তরে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের খেলোয়াররা প্রথমার্ধে ধীরেসুস্থে আক্রমণ রচনা করলেও সাফল্য পায়নি। দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিরোধের পাশাপাশি গোল পরিশোধের চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেনি। উপরন্ত দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় বিজিত ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের বিশাল জমাতিয়া, জয় কুমার জমাতিয়া ও বালক সাধন জমাতিয়াকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। বিজয়ী দলের পেয়েছে রতন কিশোর জমাতিয়া পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি পল্লব চক্রবর্তী, সুকান্ত দত্ত, তপন কুমার নাথ ও বিপ্লব সিং।

১ম ডিভিশন লীগে লাল বাহাদুরের জয় রুখে দিয়েছে ত্রিবেণী সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফের ড্র ম্যাচ। এবার লালবাহাদুরের নিশ্চিত জয় রুখে দিয়েছে ত্রিবেণী সংঘ। প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলের খেলায় লাল বাহাদুর কে রুখে দিয়ে ম্যাচ ড্রতে নিষ্পত্তি করে পয়েন্টের ভাগ বসিয়ে দিয়েছে। টিএফএ আয়োজিত শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল এ ডিভিশন লীগ ফুটবলের পঞ্চম ম্যাচে ত্রিবেণী সংঘ বনাম লাল বাহাদুরের ম্যাচটি এক-এক গোলে ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। দু দল পয়েন্টও পেয়েছে এক-এক করে। প্রথমার্ধে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার বিশেষ করে রিচার্ড ভানলাল হালাম-এর গোলে লিড নিলেও প্রথমার্ধ ধরে রাখতে পেরেছে। দ্বিতীয়ার্ধের ৯ মিনিটের মাথায় ত্রিবেনীর এস. তাপস গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে।

পরবর্তী সময়ে দুদলের খেলোয়াড়দের মধ্যে আক্রমণ প্রতি আক্রমণ পরিলক্ষিত হলেও জয় সূচক গোলের সন্ধান কেউ দিতে পারেনি। উপরন্ত ম্যাচে অসদাচরণের দায়ে রেফারি ত্রিবেণী সংঘের শুক্র কুমার চাকমা ও সমীর হালাম কে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি বিপ্লব সিং, পল্লব চক্রবর্তী, তপন কুমার নাথ ও সুকান্ত দত্ত।

আজ ডুরান্ড কাপের ফাইনালে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের সামনে মোহনবাগান

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি.স.): গত বছর মোহনবাগান নতুন বছরের শুরুটা করেছিল ডুরান্ড কাপ জিতে। গতবার ফাইনালে চির প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে মোহনবাগান জিতেছিল ডুরান্ড কাপ। এবারও নতুন মরসুমের শুরুতেই ফের ট্রফি জয়ের হাতছানি থাকছে মোহনবাগানের সামনে। এবার ফাইনালে পাহাড়ি দল নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড। গতবার ডুরান্ড জেতার পর আইএসএলে লিগ শিল্ড জেতেন শুভাশিসরা। এ বছর এএফসি এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগ টু-র মূলপর্বেও খেলবে মোহনবাগান। সেই মতো এবার শক্তিশালী দল গড়েছে। ডুরান্ডের শুরুটা দেখে মনে হচ্ছে এবার মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ভালো ছন্দে আছে। কোয়াটার ফাইনাল ও সেমিফাইনালে পাঞ্জাব এফসি ও বেঙ্গালুরু এফসির কাছে পিছিয়ে পড়েও দুরন্ত কামব্যাক করেন পেত্রাতোসরা।১৮ বারের ডুরান্ড কাপ জয়ের সুযোগ থাকছে মোহনবাগানের সামনে। তাছাড়া শতাব্দী প্রাচীন এই টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশিবার জয়ের রেকর্ডও রয়েছে মোহনবাগানের দখলে। সুতরাং আজকের ম্যাচেও নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের চেয়ে কিছুটা হলেও মোহনবাগান এগিয়ে। তবে যুবভারতীতে ম্যাচ। থাকছে হোম অ্যাডভান্টেজ। একথা কিন্তু মানতে নারাজ সবুজ মেরুন কোচ হোসে মোলিনা। নর্থ ইস্টকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি।তিনি স্বীকার করছেন নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এফসি যথেষ্ট শক্তিশালী দল। বাগান তারকা ফুটবলার গ্রেগ স্টুয়ার্ট হাইভোল্টেজ ফাইনালে মাঠে নেমে দলকে জেতাতে মুখিয়ে। তবে মোলিনা অবশ্য বলছেন বাগান ফাইনালের জন্য তৈরি।অন্যদিকে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এফসির কোচও পাল্টা হুঙ্কার দিয়েছেন। তিনি বলছেন, তাদেরও মরোক্কান ফুটবলার মহম্মদ আলি বেমামের, আলেদিন আজারিরা আছেন। তারাও প্রস্তুত ট্রফি জিততে। তাছাড়া মিকায়েল জাবাকো, নেস্তর রজারের মতো স্প্যানিশ ফুটবলাররাও আছেন নর্থ ইস্টে। তারাও তৈরি প্রথমবারের মতো ডুরান্ড কাপ জিততে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাতীয় ফুটবলে অংশ নিতে রাজ্য দলের রওয়ানা আজ, টিএফএ-র শুভেচ্ছা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যদল রওয়ানা হচ্ছে আগামীকাল। মহিলা ফুটবল দল মধ্যপ্রদেশে আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ জাতীয় সাব জুনিয়র মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে রাজ্য দল আগামীকাল রওয়ানা হবে। আজ শনিবার বিকেলে, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে রাজ্য দলের খেলোয়াড়দের হাতে জার্সি তুলে দেওয়া হয়। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেকেই রাজ্য দলের খেলোয়াড়দের শুভেচ্ছা জানান। ২২ জন খেলোয়ার এবং দুইজন অফিসিয়াল সহ মোট ২৪ জনের দল আগামীকাল মধ্যপ্রদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের পাশাপাশি ক্রীড়া মোদী মহল রাজ্য দলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। রাজ্য দলের খেলোয়াররা হলো: পদ্মিনী রিয়াং, আসলিনা ডার্লং খানকুই ডার্লং, রেমিকা রিয়াং, হামলুকতি রিয়াং, জুহিনা চাকমা, লালমুই রিয়াং, রিয়া চাকমা, উনিকি রিয়াং, অরুনা রানী ত্রিপুরা, দেবিকা দাস, রিম্পি দাস, সায়ন্তিকা দাস, আরাধ্যা দাস, রিজিয়া দেববর্মা, সহেলী দেববর্মা, সালমা দেববর্মা, এলিসা দেববর্মা, উর্মি দেবনাথ, টিয়ারি জমাতিয়া, মেরি দেববর্মা ও তৃষা দেববর্মা। কোচ - জ্যাকব দেববর্মা, ম্যানেজার পূর্ণিমা দাস।

রাজ্যভিত্তিক বাস্কেটবল শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। মহকুমা ও জেলার স্তরের পর এবার শুরু হল ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড আয়োজিত বয়স ভিত্তিক বিভিন্ন ইভেন্টের রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতা।

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আগরতলা অভয়নগর নজরুল স্মৃতি বিদ্যাভবনের মাঠে শনিবার থেকে শুরু হল অনূর্ধ ১৭ বালক ও বালিকাদের বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা।

রাজ্যের আটটি জেলার ৮টি দলকে নিয়ে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের এদিন আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্য সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব অপু রায়, নিখিল সাহা, অবজারভার শান্তনু সূত্রধর প্রমুখ। প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবার পর নকআউটে বালক বিভাগে প্রথম ম্যাচে অংশ নেয় গোমতী জেলা ও ধলাই জেলা। এই ম্যাচে ২৪ - ১০ ব্যবধানে ধলাই জেলাকে পরাজিত করে গোমতী জেলা। দ্বিতীয় ম্যাচে মেয়েদের বিভাগে অংশ নেয় গোমতী জেলা ও উত্তর জেলা। এই ম্যাচেও ০-২ ব্যবধানে জয়লাভ করে গোমতী। এদিকে আগামী দুসরা সেপ্টেম্বর থেকে আগরতলা এনএসআরসিসিতে অনুষ্ঠিত হবে অনূর্ধ ১৪,১৭ ও ১৯ পশ্চিম জেলা যোগা প্রতিযোগিতা। একই সাথে এদিন আগরতলা উমাকান্ত হ্যান্ডবল মাঠে অনুষ্ঠিত হবে অনূর্ধ ১৭ বালক বালিকাদের হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা। এমনটাই জানালেন ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের পশ্চিম জেলার যুগ্ম সচিব মদন বণিক।

আমবাসায় শুরু রাজ্য বয়স ভিত্তিক স্কুল দাবা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের উদ্যোগে আয়োজিত স্কুল স্তরে বয়স ভিত্তিক বিভিন্ন ইভেন্টের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অঙ্গ হিসেবে শনিবার থেকে ধলাই জেলা সদর আমবাসায় শুরু হল অনূর্ধ ১৪,১৭ এবং ১৯ বছরের বালক বালিকা উভয় বিভাগে রাজ্যভিত্তিক দাবা প্রতিযোগিতা। এদিন আমবাসা স্থিত ধলাই জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের স্পোর্টস হলে আসরের শুভ সূচনা করেন বিএসি চেয়ারম্যান পরিমল দেববর্মা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আমবাসা পুর পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন গোপাল সূত্রধর, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা পাইমং মগ, জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ অধিকর্তা দিবাকর দেবনাথ সহ অন্যান্যরা। রাজ্যের আটটি জেলা থেকেই এই প্রতিযোগিতার আসরে অংশগ্রহণ করে খেলোয়াররা। আগামী ২রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এই প্রতিযোগিতার আসর।

আগরতলায় ৪৮-তম রাজ্য বডিবিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ৪৮ তম রাজ্য বডিবিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামীকাল। বিকেল পাঁচটায় আগরতলা টাউন হল-এ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। এই রাজ্যভিত্তিক চ্যাম্পিয়নশিপে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করবে। পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। চ্যাম্পিয়নশিপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা। পৌরহিত্য করবেন এসোসিয়েশনের সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক ডা: দিলীপ দাস। সম্মানিত অতিথি হিসেবে কর্পোরেটর হিমানী দেববর্মা, রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায়, ত্রিপুরা বডি বিল্ডিং এসোসিয়েশন এর চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন বিধায়ক শংকর রায় প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। আজ, শনিবার সন্ধ্যায় আগরতলা প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়।

প্যারা অলিম্পিক : দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারত ৪টি পদক নিয়ে ১৭ তম স্থানে

প্যারিস, ৩১ আগস্ট (হি.স.): প্যারিস প্যারালিম্পিকে বিশ্বের ৪, ৪০০ জন ক্রীড়াবিদ ২২টি খেলায় ৫৪৯টি পদক পাওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।দ্বিতীয় দিনের শুরুতে প্যারা অলিম্পিকের পদক প্রাপ্তিতে কে কোথায়, দেখে নেওয়া যাক -

ভারত চারটি পদক নিয়ে ১৭তম স্থানে রয়েছে। প্যারিস প্যারালিম্পিকে ভারত খাতা খুলেছে শুক্রবার।

অবনী লেখারা সোনা জিতেছেন এবং মোনা আগরওয়াল মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল স্ট্যান্ডিং এসএচ ১ বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছেন। আর প্রীতি পাল মহিলাদের ১০০মিটার টি-৩৫ ইভেন্টে ব্রোঞ্জ এবং মনীশ নারওয়াল পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল এসএইচ-১ এ রৌপ্য পদক জিতেছেন। ২৫টি পদক নিয়ে শীর্ষে রয়েছে চিন, যার মধ্যে ১২টি সোনা, ৯টি রুপো ও ৪টি ব্রোঞ্জ রয়েছে। গ্রেট ব্রিটেন ১৫টি পদক নিয়ে রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে।তারা পেয়েছে ৬টি সোনা, ৬টি রুপো ও ৩টি ব্রোঞ্জ। আর ব্রাজিল ১৩ট পদক নিয়ে তৃতীয়। ৫টি সোনা, ১ রুপো ও ৭টি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে।

এক ম্যাচের জন্য ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের ব্যাটিং কোচ হলেন অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ

লন্ডন, ৩১ আগস্ট (হি.স.): আপাতত এক ম্যাচের জন্য ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের ব্যাটিং কোচ হলেন অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ। ওভাল টেস্টে ট্রেসকোথিকের জায়গায় এলেন ফ্লিনটফ। অর্থাৎ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তৃতীয় টেস্টে ব্যাটিং কোচ হিসেবে দেখা যাবে তাকে। টেস্ট দলের নিয়মিত ব্যাটিং কোচ মার্কাস ট্রেসকোথিক বিশ্রামে যাওয়ায় জন্য এই দায়িত্ব পেয়েছেন ফ্লিনটফ।গত মাসে ইংল্যান্ডের সাদা বলের প্রধান কোচ ম্যাথু মটস পদত্যাগ করার পর অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান কোচের দায়িত্ব পেয়েছেন ট্রেসকোথিক। আগামী মাসে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজ দিয়ে শুরু হবে তার কোচের কাজ।

অনন্য নজির

সম্প্রতি রাজ্যে বন্যায় বিপর্যয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে দান চলছে একে একে। শনিবার বিশালগড় নিবাসী অয়ন্তিকা দাস তার লক্ষ্মী ভান্ডারে জমানো ৮,৮২০ টাকা ত্রাণ তহবিলে তুলে দেন।

গুরুতর আহত বিদ্যুৎ কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট: কুমাররঘাট এলাকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরতর আহত হয়েছেন এক বিদ্যুৎ কর্মী। তাঁকে উদ্ধার করে বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে কতর্ব্যরত চিকিৎসক শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।ঘটনায় বিবরনে জানা গিয়েছে, আজ বিদ্যুতের কাজ করতে গিয়েছিলেন তপন গোস্বামী (৫০)। তিনি বাইখোড়ার পূর্ব চড়কবাই এলাকার বাসিন্দা। কাজ করতে গিয়ে হঠাৎ বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সাথে সাথে তাঁর সহকর্মীরা বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছেন। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক আহত ব্যক্তির অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তাঁকে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট: সদ্য সমাপ্ত হওয়া রাজ্যের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর ধাপে ধাপে প্রত্যেকটি জেলা মহকুমায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত গঠন অর্থাৎ গ্রামীন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। তারই অঙ্গ হিসেবে আজ সকালে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো কদমতলা চন্দ্রকলা টাউন হলে। এদিনকার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সমাজ কল্যাণ, সমাজ শিক্ষা,এবং যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, কাজল দাস,জয়জিৎ শর্মা, জহর চক্রবর্তী,কদমতলা ব্লক আধিকারিক অনিমেষ দেববর্মা, উত্তর ত্রিপুরা জেলা পঞ্চায়েত অফিসার অমর্ত্য বর্মন সহ আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

মূলতঃ কদমতলা ব্লক এলাকায় মোট ১৯ টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে।আর এই ১৯ টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত ১৫ টি পঞ্চায়েত সমিতির আসন।এই ১৫ টি আসনের মধ্যে বিজেপি ১৩টি আসনে জয়লাভ করলেও দুটি আসন ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয় সিপিআইএম।এদিনকার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান কর্মসূচির শুরুতে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, তারপর একে একে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করা হয় সকল সদস্য এবং অতিথিবৃন্দদের। বিজেপির ১৩ জন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের মধ্যে মিহির রঞ্জন নাথ চেয়ারম্যান ও বিদ্যাভূষন দাস ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

যদিও এদিন বিরোধী দল সিপিআইএমের দুই সদস্য উপস্থিত হননি এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে।পরে শুরঃ হয় অনুষ্ঠানের মূল কর্মসূচি,একে একে শপথ গ্রহণ করেন ১৩ জন বিজেপি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা।তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান জেলা পঞ্চায়েত অফিসার অমর্ত্য বর্মন।

এদিনকার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েত সমিতির জয়ী প্রার্থীরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্লক এলাকার সমস্ত পঞ্চায়েতের প্রধান উপ-প্রধান, সহ শত শত বিজেপি কার্যকর্তারা।অপরদিকে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে মন্ত্রী টিংকু রায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন গ্রাম পঞ্চায়েত সরকার হচ্ছে জনগণের সরকার,তাই সকল অংশের জনগণের সুবিধা অসুবিধা,এবং সরকারি প্রকল্পগুলি সঠিকভাবে পাইয়ে দিতে জন প্রতিনিধিদের হয়ে প্রধানরা কাজ করে থাকেন।কারণ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা।তাছাড়া বিগত ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি নিয়েও বিশদ আলোচনা রাখেন মন্ত্রী।প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলেও তার বক্তব্যে তুলে ধরে মন্ত্রী টিঙ্কু রায়।

আগামীকাল থেকে শুরু রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জুবিলি বর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট: আগামীকাল থেকে শুরু হতে যাচ্ছে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জুবিলি বর্ষ।১৯৫০সালে রাজ্য র দ্বিতীয় এই মহাবিদ্যালয়ের স্থাপনা করা হয়।

চারজন ছাএ এবং দুই জন শিক্ষক দের নিয়ে মহাবিদ্যালয়ের সুচনা করা হয়েছিল।যাআজ ৭৫বছরে মহিরুপে মাথা উঁচু করে বটবৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে আছে। মহাবিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জুবিলি পালনের যে কমসুচি হাতে নিয়েছে মহাবিদ্যালয় কতপখ।১লা সেপ্টেম্বর বনাট্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হবে।যা হবে জমকালো।

তারপর হবে মেগা রক্ত দান শিবির।যা হবে রেকর্ড স্পর্শ করবে। প্লাটিনাম জুবিলি উপলক্ষে মহাবিদ্যালয় চত্বরে ৭৫টি। বৃক্ষ রোপন করা হবে। তাছাড়া কয়েক জন রক্ত দাতাকেও প্রাক্তন শিক্ষক দের সম্বোধনা জ্ঞাপন করা হবে। মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী রা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবে সাম্প্রতিক বন্যার খতির কারনে অনুষ্ঠানে কিছু কাটসাট করা হয়েছে। এদিকে কংগ্রেস দল অভিযোগ জানিয়েছে মহাবিদ্যালয় প্যালটিনাম বর্ষ পালনে বিধায়ক বীরজিত সিনহা কে কে ব্রাত্য করে রাখা হয়েছে। তিনি এইমহাবিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র।

অবশেষে সাংবাদিক আক্রমণের দায়ে তিন অভিযুক্তকে আটক করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট: অবশেষে চাপে পড়ে সাংবাদিক আক্রমণের দায়ে অভিযুক্ত তিনজনকে আটক করলো ধর্মনগর থানার পুলিশ। পাশাপাশি সাংবাদিক আক্রমণের অভিযোগে অভিযুক্ত বাকিদেরকেও খুব শীঘ্রই জালে তুলা হবে বলেও জানিয়েছে পুলিশ প্রশাসন।

প্রসঙ্গত বিগত ১৪ আগস্ট যুবরাজনগর ব্লক এলাকার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে শাসকদলের নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে যুবরাজনগর ব্লকের অস্থায়ী ভোট গণনা কেন্দ্রের সম্মুখে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে সাংবাদিকরা খবর সংগ্রহ করতে সেই জায়গায় উপস্থিত হোন। সে সময় কিছু দুষ্কৃতী সাংবাদিকদের দায়িত্ব পালনে বাধা দিয়ে তাদের উপর আক্রমণ চালায়। তাদের ক্যামেরা ও মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। যদিও পরবর্তীতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।এদিকে সেদিন রাতেই আক্রান্ত সাংবাদিকরা ধর্মনগর থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা করেন। কিন্তু অভিযুক্তদের আটক করতে পুলিশের গা ছাড়া ভূমিকা সাংবাদিক মহলে এবং অন্যান্য জনসাধারণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

সাংবাদিকরা পুনরায় ধর্মনগরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের সাথে দেখা করে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি করেন। সেখানেও পুলিশের ভূমিকা সন্দেহজনক দেখা দেয়।ঘটনার প্রায় ১১ দিন পর বিক্ষুব্ধ সাংবাদিকরা একত্রিত ভাবে ধর্মনগরের পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর সাথে দেখা করেন। ঘটনার বিস্তারিত জানিয়ে অপরাধীদের আটক করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলনে যাবার হুঁশিয়ারিও দেন সাংবাদিকরা। এরপরেই পুলিশ চাপের পরে মঙ্গলবার সকালে তিন অভিযুক্ত যথাক্রমে বিধুভূষণ মালাকার(পিতা উপেন্দ্র মালাকার),প্রেমজিত সিনহা(পাপ্পু, পিতা ব্রজেন সিনহা) এবং দেবজ্যোতি চক্রবর্তী(পিতা দেবিপ্রসন চক্রবর্তী) কে আটক করে ধর্মনগর থানায় নিয়ে আসে। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে বলে জানিয়েছেন ধর্মনগর থানার ওসি।

বিজেপি সভাপতির জন্মদিনে যুব মোর্চার স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট: প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে যুব মোর্চার উদ্যোগে ধলেশ্বর ১২ নং রোডে গোরক্ষনাথ মন্দিরে স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

এদিন প্রদেশ যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রাণা ঘোষ বলেন, ৯ বনমালীর পুরের যুব মোর্চার উদ্যোগে আজ প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্যের জন্মদিন উদযাপিত করা হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে ধলেশ্বর ১২ নং রোডে গোরক্ষনাথ মন্দিরে স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। তাছাড়া, আজ দুপুরে ক্যান্সার হাসপাতালে ফল, মিষ্টি বিতরণ করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর দেখানো পথ অনুসরণ করে রাজ্যকে শ্রেষ্ঠ পঞ্চায়েত সমিতি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে : রাজীব ভট্টাচার্য্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট: প্রধানমন্ত্রীর দেখানো পথ অনুসরণ করে বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতিকে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ পঞ্চায়েত সমিতি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শনিবার বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে একথা বলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য।

শনিবার বিকেলে বিশালগড় ব্লকের নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে অফিসটিলার নতুন টাউন হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে বিজেপি দলের প্রদেশ সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য্যী, সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব, কমলাসাগরের বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব, গোলাঘাটির প্রাক্তন বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েত সমিতির নবনির্বাচিত ১৫ জন সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন। সেই সাথে চেয়ারপার্সন হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন অতুসী দাস এবং ভাই চেয়ারপার্সন হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ছন্দা দেববর্মা। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিজেপি দলের কার্যকর্তাদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষণীয়। অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দেখানো পথ অনুসরণ করে বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতি কে রাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পঞ্চায়েত সমিতি গড়ে তোলার জন্য নবনির্বাচিত সদস্যদের পরামর্শ দিলেন প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য।

ধর্মনগরে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট: শনিবার ধর্মনগর মহকুমা গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন উত্তর জেলা জুড়ে রক্তের আকাল পরিলক্ষিত হচ্ছে। শুধু তাই নয় যুবকদের কাছে প্রতিদিন রক্তদানের জন্য ফোন আসছে। এই স্বেচ্ছা রক্তদান ধর্মনগরের রক্তের আকালকে সাময়িক নিস্তার দিবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। আজকের ধর্মনগরের মহকুমা গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের পার্টি অফিসে মোট ১৭ জন তাদের মহামূল্যবান রক্তদান করে ছেন। গণতান্ত্রিক ছাত্র ফেডারেশনের প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড অভিজিৎ দে রক্তদানের মাধ্যমে এই শিবিরের উদ্বোধন হয়। তাছাড়া এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলা তথা রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য অমিতাভ দত্ত। এসএফআই এবং নারী সমিতি সঙ্গে ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন ও সিটুকে নিয়ে এ রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতিতে যেভাবে যুবকরা এগিয়ে এসেছে তাতে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন এবং ছাত্রদর্শন এর পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় রক্তদানে উদ্ভিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

ধর্ষিতা নাবালিকাকে দেখতে হাসপাতালে শিশু সুরক্ষা কমিশনের সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩১ আগস্ট: সাব্রুম মনু এলাকায় ধর্ষিতা নাবালিকে দেখতে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে গেলেন ত্রিপুরা রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের সদস্যারা।

প্রসঙ্গত, সাব্রুম মহকুমার মনু এলাকায় নিকট আত্মীয়বাড়ীর লোকজনের দ্বারা ধর্ষনের শিকার হয়েছে শান্তির বাজার মহকুমার মুহুরীপুর এলাকার এক নাবালিকা। নাবালিকারে ধর্ষনের অভিযোগে ৪ জনের বিরুদ্ধে মনু থানার মামলা দায়ের করা হয়েছিল। পুলিশ দুই নাবালককে গ্রেপ্তার করে। ধর্ষনের সঙ্গে জরিত প্রাপ্তবয়ষ্ক দুইজন পলাতক বলে জানা যায়। ধর্ষিতা নাবালিকা বর্তমানে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে।

আজ মনু থানার পুলিশের সঙ্গে দেখা করলেন ত্রিপুরা রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের সদস্যারা। তারা ধর্ষনের মামলা নিয়ে থানার পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করলেন। আলোচনা শেষে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে গিয়ে ধর্ষিতা নাবালিকার সঙ্গে কথা বললেন। আজকের এই পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দের্বমা, সদস্য চামেলি সাহা, মনিকা দের্বমা সহ অন্যান্যরা।

দুই বাংলাদেশী নাগরিক পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট: সীমান্তে কড়া নিরাপত্তার পরও অবৈধভাবে বাংলাদেশীরা রাজ্যে প্রবেশ করছেন। আবারো অনুপ্রবেশের দায়ে দুইজন বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেছে পশ্চিম আগরতলা থানায় পুলিশ।

পশ্চিম থানার ওসি পরিতোষ দাস বলেন, গত ২৯ আগস্ট লঙ্কামুড়া থেকে এক বাংলাদেশী নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে আরও দুইজন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করা হয়েছে। গতকাল রাতে রাজধানীর সিটি সেন্টার এলাকা থেকে দুই বাংলাদেশী নাগরিককে জালে তুলে।

এদিন তিনি বলেন, ধৃতরা হলেন, রফিক শেখ এবং আজিম উদ্দিন। আজ শনিবার পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে তোলা হবে।

ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের দায়ে দুই রোহিঙ্গা আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট: আবারো ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের দায়ে দুই জন রোহিঙ্গাকে আটক করেছে জিআরপি। আজ তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস।প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে অস্থিরতার জেরে ত্রিপুরার সীমান্তগুলিতে বিএসএফ''র কড়া নজরদারি চলছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশিরা বিভিন্ন পথে ত্রিপুরায় প্রবেশ করে নিচ্ছে। এর মধ্যে আগরতলা রেলস্টেশন থেকে দুইজন রোহিঙ্গা নাগরিককে আটক করে পুলিশ।জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে আগরতলা রেলস্টেশনে সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা ঘোরাঘুরি করছে। ওই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে দুই জন ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে। পুলিশী জেরাই তারা অবৈধভাবে ত্রিপুরায় প্রবেশের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তারা কলকাতা যাওয়ার জন্য রেলস্টেশনে এসেছিলেন তিনি আরও জানিয়েছেন, ধৃতরা হল আজিদা বেগম এবং রমজান আলি। তারা বাংলাদেশের কুতু পালং রোহিঙ্গা ক্যাম্প-৫ কক্সবাজারে থাকতেন। দু''জনই পালিয়ে আসে রাজ্যে। ধৃতদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। তাদের সঙ্গে আর কারা যুক্ত প্রত্যেকের সন্ধানে তদন্ত হচ্ছে। তাদেরকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

ডুকলি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট: আজ ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতির নবনির্বাচিত সদস্য ও সদস্যাদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। এদিনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ তথা বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল সহ অন্যান্যরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রামপ্রসাদ পাল বলেন, আজ ডুকলি ব্লকের অন্তর্গত পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সদস্য ও সদস্যাদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি, ডুকলি ব্লকের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের শপথ গ্রহণ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ডুকলি ব্লকের অন্তর্গত সূর্যমণিনগরের ১১টি পঞ্চায়েত বাঁধারঘাটের ৫টি , গোলাঘাটির তিনটি, কমলাসাগরের কয়েকটি সমিতি রয়েছে।

তাঁর কথায়, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ সানে পৌঁছেছেন পঞ্চায়েতের সদস্য ও সদস্যারা। গ্রামের উন্নয়নে একাধিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাঁদের।

বিএসএফ -এর অভিযানে ৫ জন বাংলাদেশী সহ টাউট আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানে সাফল্য পেয়েছে বিএসএফ। বিএসএফ অভিযানে শিশু সহ তিনজন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করে। পাশাপাশি, আরও দুইজন বাংলাদেশী টাউটকে আটক করা হয়েছে। আজ বিএসএফের তরফ থেকে এক বিবৃতি জারি করে একথা জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বিএসএফের কাছে গোপন সংবাদের খবর আসে বর্ডার আউট পোস্ট রাঙ্গিচেরা এলাকা দিয়ে বাংলাদেশী নাগরিক সীমান্ত অতিক্রম করবেন। সেই খবরের ভিত্তিতে বিএসএফ ওই এলাকায় অভিযানে চালিয়েছে। অভিযানে শিশু সহ তিনজন বাংলাদেশী নাগরিক আটক করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা বাংলাদেশে নাগরিক স্বীকার করেছেন। অন্য একটি অভিযানে, তাদের ২জন সহযোগী ইতিমধ্যে সীমান্ত বেড়া অতিক্রম করে বাগিচেরা গ্রামের দিকে চলে গেছে। এরপরে বাগিচেরা গ্রামে পুলিশের সাথে একটি অভিযান চালানো হয়। তাতে তাদেরকে আটক করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত সকল বাংলাদেশী নাগরিক। তারা বাংলাদেশের সিলেটের মৌলভীবাজারের বাসিন্দা এবং একই পরিবারের সদস্য।

দুষ্কৃতিকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার দাবিতেপুলিশের মহা নির্দেশকের কাছে ডেপুটেশন জমিয়েত ওলেমায় হিন্দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট: রানীরবাজারের দূর্গানগরে সংঘটিত উভয় ঘটনার তদন্তক্রমে দুষ্কৃতিকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার জন্য রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশকের কাছে দাবি জানিয়েছে জমিয়েত ওলেমায় হিন্দ। জমিয়েত উলামায়ে হিন্দের এক প্রতিনিধি দল শনিবার রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশকের কার্যালয়ে যান।

তারা রানির বাজারে সংগঠিত হিংসাত্মক ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। এদিন তারা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, রানীরবাজারের অন্তর্গত দূর্গানগর গ্রামে দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক কালী মন্দিরের মূর্তির মাথা ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে ৮টি সংখ্যালঘু মুসলিম বাড়িতে অগ্নি সংযোগ, ভাঙচুর, ১৩টি গাড়িতে অগ্নি সংযোগ, বাড়ির বাউন্ডারী ভাঙচুর, বাড়িঘরে লুটপাট, দোকান ঘর লুটপাট, ভাঙচুর ও অগ্নি সংযোগ ইত্যাদি অপকর্ম সংঘটিত করা হয়েছে। যেখানে সারা ত্রিপুরার মানুষ এবং সরকার বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে ব্যতি ব্যস্ত, সেখানে এই ধরনের ঘটনা মানবতা বিরোধী এবং রাজ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি ধ্বংসের সহায়ক।

উভয় ঘটনার দুষ্কৃতিকারীদেরকে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া ব্যবস্থা করার জন্য জমিয়েত ওলামায়ে হিন্দ রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশকের কাছে দাবি জানিয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।